ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-83 ■ 29 December, 2024 ■ আগরতলা ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৩ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রয়াত ডা. মনমোহন সিংকে দেশের কুর্ণিশ

বিদায় ভারতীয় অর্থনীতির সর্দার

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। চোখের জলে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। মুখাগ্নি করলেন তাঁর মেয়ে, পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন ডঃ মনমোহন সিং। দিল্লির নিগম বোধ ঘাটে হয়েছে শেষকৃত্যানুষ্ঠান। চোখের জলে মনমোহনকে বিদায় জানিয়েছেন অনুরাগীরা।

গত ২৬ ডিসেম্বর দিল্লি এইমস-এ প্রয়াত হন মনমোহন সিং। শনিবার কংগ্রেস সদর দফতরে শায়িত থাকে মনমোহনের মরদেহ। সেখানে মনমোহনের স্ত্রী ও মেয়ে এবং সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী-সহ অনেকেই মনমোহনকে শেষশ্রদ্ধা জানান। এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় নিগম বোধ ঘাটে। মনমোহনকে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ। দেশবাসীকে আলবিদা জানিয়ে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন মনমোহন সিং।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ প্রহ্লাদ যোশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।।রাজ্যে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার (এফসিআই) একটি রিজিওনাল অফিস স্থাপনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় খাদ্য, গণবন্টন, ভোক্ত বিষয়ক এবং পুনর্নবীকরণ শক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী সম্মতি দিয়েছেন। আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার উপস্থিতিতে এক পর্য্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীযোশী রাজ্যের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা জানান।

পর্য্যালোচনা সভায় কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ, খাদ্য জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মুখ্যসচিব জেকে সিনহা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের উচ্চ পর্য্যায়ের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। আগরতলায় এফসিআই-এর রিজিওনাল অফিস স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ করা হবে এবং এর জন্য একটি প্রকল্প কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে পাঠানো হবে। পর্য্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীযোশী রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পের সফল রূপায়নের জন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। পর্য্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে কাজ করছেন তা গত ৭৫ বছরে হয় নি। রাজ্যের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দপ্তরের যে সমস্ত বিষয় তুলে ধরা হয়েছে সেইসব বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সাথে কথা বলবেন বলে জানান। পর্য্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে উন্নয়নের কাজচলছে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

পর্য্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহাকরণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। *আজ মহাকরণে ক্রেতাসুরক্ষা, খাদ্য, জনসংবরন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীকে রাজ্যে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।*

উল্লেখ্য, দুদিনের রাজ্য সফরকালে ক্রেতাসুরক্ষা, খাদ্য, জনসংবরন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বেশ কিছু সরকারী কার্মসূচীতে অংশ নেবেন।

প্রোমো ফেস্ট নিয়ে পাল্টা আক্রমণ সুশান্তের

রাজনীতিতে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে জনসম্মুখে ভুল মন্তব্য মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। রাজনীতিতে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে জনসম্মুখে ভুল মন্তব্য করছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

তথা সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। কারণ, আগামীদিনে পার্টির সম্পাদক পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। তাই গত একমাস ধরে নড়েচড়ে বসেছেন তিনি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রোমো ফেস্ট নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পাল্টা আক্রমণ করেছেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

প্রসঙ্গত, একরাতে প্রোমো ফেস্ট-২০২৪ এর নামে সাত কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।গতকাল ৮০ তম জনশিক্ষা দিবসে আগরতলা টাউনহলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ওই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকারের কাছ থেকে এই ধরনের মন্তব্য শোভা পায় না। মানিক সরকার মিথ্যা কথা বলেছেন।

তাঁর বক্তব্য বিভ্রান্তিমূলক বলে দাবি করেন তিনি। তাছাড়া, রাজনৈতিকভাবে শ্রী সরকারও নিজেও দেউলিয়া হয়ে গিয়েছেন। তাঁর কথায়, মিথ্যা বলছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। আসলের হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর। কারণ, সিপিআইএমের ২০ বছরের শাসনকালে রাজ্যে তো পর্যটন দপ্তরের অস্তিত্বই ছিলো না। তৎকালীন সময়ে পর্যটন দপ্তর লালটুপি ধারীদের আঁতুড়ঘর ছিল। যাদের কাজ ছিল সিপিআইএম দলের বিভিন্ন জনসভায় বামপন্থীদের লেখা গণসংগীত গাওয়ার জন্য কমরেড শিল্পীদের সরবরাহ করা।

এদিন তিনি আরও বলেন, পর্যটন দপ্তরকে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরার জন্য সিপিএমের কখনোই সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। বাম আমলে উগ্রপন্থীদের আতঙ্কে পর্যটকরা জম্পুই, ডম্বুর, ছবিমুড়া সহ রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পর্যটন কেন্দ্র গুলিতে যাওয়ার সাহস পেতেন না। কারণ রাস্তায় অপহরণ হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। তাঁর কটাক্ষ, আসলে "প্রোমো ফেস্ট-২০২৪" যেভাবে সফল হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে সেটা শ্রী সরকারের সহ্য হচ্ছে না। তাঁদের এই মিথ্যাচে অপপ্রচারের কারণে সাধারণ মানুষের কাছে সিপিএমের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ভাইরালের ঘটনায় ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া এলাকা জুড়ে বেশ কিছু যুবতী ও গৃহবধূর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন এলাকায়। সচেতন জনতার হাতে আটক এক অভিযুক্ত। কিন্তু এই ব্ল্যাকমেলিং এর ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের নিষ্কর্মণ্য ভূমিকায় জনমনে চরম ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একাধিক সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিগত কিছুদিন যাবত তেলিয়ামুড়া এলাকা জুড়ে বেশ কিছু যুবতী ও গৃহবধূর আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। এ নিয়ে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় উদ্বেগ ছড়ালেও তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশ কিছু করতে পারে নি।

প্রসঙ্গত, তেলিয়ামুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র অম্পি চৌমুহনীতে স্টুডিও সুপ্রিম নামের কম্পিউটারের দোকান রয়েছে। সেখানে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে আমজনতা, অনেকেই ছবি তোলা সহ নানা প্রকার কম্পিউটারের কাজের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরি ছাড়তে বাধ্য করার অভিযোগ দুই আমলার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। এক পাম্প অপারেটরকে জোরপূর্বক চাকরি ছাড়তে বাধ্য করার অভিযোগ উঠলো শাসক দলের নামধারী দুই আমলার বিরুদ্ধে। সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন মেলাঘরের তেলকাজলা ওই পাম্প অপারেটর।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মেলাঘর তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড এলাকায় এক পাম্প অপারেটরের উপর শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্য্যাতন করছে শাসক দলের নামধারী পিন্টু ঘোষ, তুফান সরকার। ওই পাম্প অপারেটরের নাম শ্যামল দাস।

প্রসঙ্গত, ২০০০ সালে পাম্প অপারেটরের কাজে যোগদান করেন শ্যামল দাস। গত কিছুদিন পূর্বে প্রবল বন্যায় তেলকাজলা এলাকার পাম্প অফিসটি গোমতীর জলে তলিয়ে যায়। পাম্প অপারেটর শ্যামল দাস ব্লক সহ একাধিক অফিসে দ্রুত নতুন অফিস তৈরি করানোর জন্য লিখিতভাবে আবেদন করেন। কিন্তু এলাকার শাসক দলের নামধারী পিন্টু ঘোষ, তুফান সরকার শ্যামল দাসের সেই পাম্প অপারেটরের চাকরি থেকে জোরপূর্বক পদত্যাগ করার চাপ সৃষ্টি করছেন। পাশাপাশি ৫০০০০ টাকা পাম্প কাছ থেকে দাবি করে। এছাড়াও জোরপূর্বক শ্যামল দশকে চাকরির পদত্যাগ পত্রের কাগজে সই করিয়ে নেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফল প্রকাশের দাবিতে চাকুরী প্রত্যাশিদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। ফায়ার কর্মী ও ড্রাইভার নিয়োগের দাবিতে উমাকান্ত স্কুলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চাকুরী প্রত্যাশীরা। পরবর্তী সময়ে ফায়ার সার্ভিসের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের উপর আক্রমণ সরব সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। দিল্লির কৃষকদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সরব সংযুক্ত কিষান মোর্চা। আজ এরই প্রতিবাদে শহরে মিছিল সংঘটিত করা হয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, কৃষকদের দিল্লি চলো অভিযানের উপর বর্বরচিত আক্রমণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
১৩ পৌষ, রবিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তানকে তুলোধুনো

গোটা বিশ্বেই শিশুদের উপর হিংসার ঘটনা বাড়িতেছে। তাহাতে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্র সংঘ। পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রসংখ্যা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়া গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করিয়াছে। বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি শিশু কন্যা সহ কন্যা সন্তানের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধ করিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের শিশু নির্যাতনের ঘটনা সবচাইতে বেশি। পাকিস্তান সেই কলঙ্ক হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিবার কৌশল হিসেবে ভারতের সমালোচনায় মুখর হইয়াছে। কিন্তু সেই কৌশল কাজে লাগেনি।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মুখ পুড়িল পাকিস্তানের। ভারতের কড়া বার্তায় একেবারে কোনঠাসা পাকিস্তান। সম্মেলনে বিতর্ক চলাকালীন জম্মু-কাশ্মীর ইস্যু নিয়া সুর চড়ায় ইসলামাবাদ। সেই মন্তব্যের জবাবে ভারতের প্রতিনিধি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ভিত্তিহীন মন্তব্য ছড়ানো হইতেছে । নিজের দেশে শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনা আড়াল করিতেই এমন আচরণ করা হইতেছে রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে।, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ফলে শিশুদের পরিস্থিতি নিয়া বিতর্ক চলাকালীনই ফের জম্মু-কাশ্মীর প্রসঙ্গ আনিয়া বলিতে শুরু করেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি। যাহা শোনামাত্র প্রতিবাদ করে ভারত। পাকিস্তানের মন্তব্যের পরেই পালটা জবাবে ভারতের প্রতিনিধি আর রবীন্দ্র সাফ জানাইয়া দেন, জম্মু-কাশ্মীর আর লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।তাহার পরেই নাম না করিয়া পাকিস্তানকে তোপ দাগেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের ডেপুটি প্রতিনিধি রাজীব। তিনি বলেন, “আমি খুব সংক্ষেপে বলিতে চাই, আমার দেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মন্তব্য করিয়াছেন এক প্রতিনিধি। এই বক্তব্যের কোনও ভিত্তি নাই। আমি সমস্ত বক্তব্যই খারিজ করিতেছি।

পাকিস্তানকে আরও কড়া ভাষায় আক্রমণ করিয়া তিনি বলেন, “এটা আর কিছুই নয়, কেবল নিজের দেশে হওয়া শিশু নির্যাতনের ঘটনা থেকে নজর ঘোরানোর আরেকটা প্রচেষ্টা। এমন আচরণ করিতে তাহারা অভ্যস্ত। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টেও সেদেশের শিশুদের করুণ অবস্থার কথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টাই করা হয়নি। তবে এই দেশ বা তাহাদের রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি যাই মনে করুন না কেন, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ ভারতেরই অংশ। ভারত কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার করিতে নারাজ বলিয়াও এদিন স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের অখন্ডতা রক্ষা করিতে দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনী বদ্ধপরিকর।

আমরা আমাদের প্রিয় কুটুম্বকে হারালাম

অদ্বৈতচরণ দত্ত

ভারতবর্ষের গর্ব বঙ্গভূমির গর্ব, দেশের অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রণব মুখার্জি আমাদের ছেড়ে তিনি চলে গেলেন। তার হৃদয় ছিল বিশাল। ২০১৭ সালে দিল্লিতে একটি বৈঠকে গিয়েছিলাম, তখন একদিন সঙ্ঘের কার্যকর্তার পরিচয়ে পশ্চিমবঙ্গের একজন বিদ্বান, পণ্ডিত, উচ্চকোটি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

তখন তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকর্তাদের পরামর্শ মতো রাষ্ট্রপতি ভবনে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।ইতিপূর্বে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতজী তার সঙ্গে দু'বার সাক্ষাৎ করেছেন। আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাতেই তিনি সাগ্রহে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। তিনি জানতে চাইলেন, কত বছর ধরে আমি সঙ্ঘের প্রচারক। আমি আমার প্রচারক জীবন প্রসঙ্গে বললাম, ৪০ বছর ধরে কাজ করছি। তিনি আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন আমার বাড়ি কোথায়? যেন এক পরম আত্মীয় তাঁর স্নেহভাজন কারো সঙ্গে কথা বলছেন। আমি মেদিনীপুর বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেদিনীপুর সম্পর্কে অনেক কথা বলতে শুরু করলেন।

তিনি জানতে চাইলেন পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কাজ কেমন চলছে। আমি আগ্রহের সঙ্গে বললামসঙ্ঘের কাজের জন্য এই সময় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ দুটিতেই ২০০ জন আমার মতো প্রচারক কাজ করছেন। তাছাড়া বহু গৃহী কার্যকর্তাও এই প্রচারকদের মতো সমর্পিত জীবন নিয়ে সঙ্ঘের কাজ করছেন। তিনি জানতে চাইছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির কথা। আমি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে একদিকে নারীদের অপমান, একদিকে দেবী দুর্গা ও মা সরস্বতীর অপমান চলছে বললাম। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন — ৩৫ বছর ধরে বামপন্থীরা যা করতে পারেনি, এরা তার অনেক বেশি। এই ধরনের কাজ করে চলেছে। একথা বলার সময় তার চোখে-মুখে একটা চাপা ক্ষোভ অনুভব করছিলাম। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির উপর তাঁর গভীর প্রেমে তিনি ওতপ্রোত। তিনি রাষ্ট্রপতি, তাঁর বিচার, তাঁর চিন্তা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য।

কথার মাঝেই আমি স্বস্তিকা পত্রিকা তার হাতে দিলাম। কিছুক্ষণ দেখে তিনি জানতে চাইলেন এটা কত বছর ধরে চলছে। স্বস্তিকার ৭০ বছরের কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে বললেন, খুব ভালো। সারা দেশে বিভিন্ন ভাষায় এরকম ৪০টি পত্রিকার কথা আমি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, “আমাদের দেশে এই ধরনের আধুনিক ও প্রাচীন চিন্তা সংবলিত সাপ্তাহিক পত্রিকা আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে খুবই উপযোগী। দেখে মনে হলো তিনি খুশি হয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে চা-পান ও জলযোগের পর তিনি বললেন, এবার দুর্গাপূজার সময় আপনারা আমার বাড়িতে আসুন। আপনার কুটুমদেরও নিয়ে আসবেন। আমি বললাম আমার কুটুম তো সঙ্ঘের প্রচারক, কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকরা। যথারীতি দুর্গাপূজার সময় অষ্টমীর দিন বর্তমান ক্ষেত্র প্রচারক, সহ-প্রান্ত প্রচারক, বিভাগ প্রচারক, বিভাগ কার্যবাহ-সহ আমরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম। তার ছেলে অভিজিৎবাবু আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। অভিজিৎবাবুর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টার কথা হলো। তারপর পূজামণ্ডপে প্রণববাবুর চণ্ডীপাঠ শুনলাম। পূজা শেষে প্রণববাবুর সঙ্গে সবার পরিচয় হলো। সেই সময় আমি তার হাতে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যাটা দিলাম। তিনি আগ্রহের সঙ্গে সেটা নিলেন এবং তাঁর সেক্রেটারিকে রাখতে বললেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথাবার্তায় এবার তাকে আমরা একজন স্বস্তিকাপ্রেমী হিসেবে নয়, একজন সঙেমী হিসেবে তাকে দেখলাম। তাঁর অন্তরে সঙ্ঘের প্রতি এক অফুরন্ত শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষ করলাম। দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করে আমরা তার থেকে বিদায় নিলাম। তাঁর প্রয়াণ হলেও তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। কারণ তাঁর রেখে যাওয়া কাজ, তার ভাবনা এবং দীর্ঘ সময় এক বিশেষ রাজনীতি জীবনে থাকার পরেও ছুঁত-অচ্ছুত বিচার না করে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছেন।

মিতভাষী লোকপ্রিয় প্রণব মুখার্জি জীবনলীলা সম্পূর্ণ করে পরম তত্ত্বে বিলীন হয়ে গেলেন। তার পরিবারের সবার সঙ্গে আমিও সমব্যথী।পরিবারের সবাইকে সমবেদনা জানাচ্ছি। তার বাড়িতে যাওয়ার স্মৃতি, রাষ্ট্রপতি ভবনে যাওয়ার স্মৃতি, তার প্রেরণা আজও আমাকে অনেক আনন্দ দেয়। তার বাড়িতে গিয়ে দেখেছি কত জনপ্রিয় তিনি। তাঁর সঙ্গে বসে অষ্টমীর প্রসাদ গ্রহণ করার সময় আমার মনে হচ্ছিল যেন আমারা আমাদের কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছি। সেই প্রণববাবু আজ আমাদের সামনে নেই। কিন্তু তাঁর প্রেরণা আমাদের মধ্যে আছে। তাঁর প্রয়াণে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবে না। সঙ্ঘের তথা সমাজের এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমাদের পরিবারের একজন কুটুম চলে গেলেন।

(সৌজন্যে- নবোত্থান)

ধাক্কা-কাণ্ডে কোহলির পাশে গাওস্কর

ধাক্কা-কাণ্ডে শাস্তি বিতর্কে সুনীল গাওস্করকে পাশে পেলেন বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ব্যাটার স্যাম কনস্টাসকে ধাক্কা মেরে বিতর্কে জড়ান কোহলি। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকেই তাঁর সমালোচনায় সরব। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলও (আইসিসি) শাস্তি দিয়েছে। অনেকের মতে, লঘু শাস্তি পেয়েছেন কোহলি। গাওস্কর তেমন মনে করেন না। তাঁর বক্তব্য, পকেট মারার অপরাধে কাউকে ফাঁসিতে ঝোলানো যায় না।

কনস্টাসকে ধাক্কা মারার জন্য কোহলির ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি। সঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আবার এমন কাণ্ড ঘটালে নির্বাসিত হতে হবে তাঁকে। কোহলিকে এ বার শুধু জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়ায় অনেকেই অখুশি। এ নিয়ে গাওস্কর বলেছেন, “অনেকে বলতে পারেন কোহলিকে হালকা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। হয়তো ওর অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু আইসিসির বিধান অনুযায়ী এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে এটাই সর্বোচ্চ শাস্তি। এখানে কোনও পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি।” তিনি আরও বলেছেন, “কোহলিকে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করা হলে পক্ষপাতিত্বের কথা বলা যেত। কিন্তু লেভেল ওয়ান অপরাধের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশের বেশি জরিমানার বিধান নেই। আইসিসির এই বিধানের সঙ্গে আমি সহমত, তা নয়। কিন্তু নিয়মে বলা রয়েছে, জরিমানার সঙ্গে এক ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হবে। এটাই সর্বোচ্চ। তা হলে কোহলিকে আরও কঠিন শাস্তি কী ভাবে দেওয়া যেত?”

কোহলির শাস্তির পরিমাণ নিয়ে যে ধরনের সমালোচনা হচ্ছে, তার পাল্টা সমালোচনা করেছেন গাওস্কর। তাঁর বক্তব্য, “সকলেই জানে কোহলিকে কোনও রকম সুবিধা দেওয়া হয়নি। পকেট মারলে কি কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়? অথচ অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদমাধ্যম সেটাই করছে! ওরা মনে করছে, অপরাধীর নাম বিরাট কোহলি বলেই কম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা এক দমই তেমন নয়। গত এক বছরে এমন চারটি ঘটনার কথা জানি। সব ক্ষেত্রেই দোষী ক্রিকেটারের জরিমানা হয়েছে। গত ডিসেম্বরে আয়ারল্যান্ডের জোরে বোলার জস লিটলকে ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছিল। লিটলও প্রতিপক্ষের ব্যাটারকে ধাক্কা দিয়েছিল। ওর ক্ষেত্রেও অপরাধ ছিল লেভেল ওয়ান পর্যায়ের। ইংল্যান্ডের অলি পোপের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে জসপ্রীত বুমরাহকেও একই শাস্তি পেতে হয়েছিল।

উল্লেখ্য, আইসিসির বিধান অনুযায়ী কোনও ক্রিকেটার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একাধিক বার লেভেল ওয়ান পর্যায়ের অপরাধ করলে ম্যাচ ফির সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ জরিমানা হতে পারে এবং সর্বোচ্চ দুই ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া যেতে পারে।

নীতীশে মুগ্ধ ওয়াশিংটন, গম্ভীর-রোহিতের মন্ত্রেই লড়াই ভারতীয় জুটির, খোলসা করলেন সুন্দর

একটা সময় দেখে মনে হয়েছিল, ফলো-অন হবে ভারতের। সেখান থেকে দলকে ম্যাচ ফিরিয়েছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি ও ওয়াশিংটন সুন্দর। টেস্ট কেরিয়ারে প্রথম শতরান করেছেন নীতীশ। অর্থশতরান করেছেন সুন্দর। তাঁদের লড়াইয়ের নেপথ্যে রয়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা। দিনের খেলা শেষে তা খোলসা করলেন সুন্দর।

তৃতীয় দিনের খেলা শেষে অস্ট্রেলিয়ার থেকে ১১৬ রানে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। কিন্তু একটা সময় ২২১ রানে ৭ উইকেট পড়ে গিয়েছিল ভারতের। তার পরে নীতীশ ও সুন্দর ১২৭ রানের জুটি বাঁধেন। নীতীশের মানসিকতায় মুগ্ধ সুন্দর। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, “নীতীশ অবিশ্বাস্য ক্রিকেটার। মানসিক ভাবে খুব শক্তিশালী। মেলবোর্নে ওর শতরানের কথা সারা জীবন মনে থাকবে। ও মাঠে নিজের ১০০ শতাংশ দেয়। এটাই ওর জীবনের মূলমন্ত্র। ওর খেলা দেখে খুব ভাল লেগেছে।”

তাঁরা যখন ব্যাট করতে নামেন তখন দল কঠিন পরিস্থিতিতে ছিল। সেখান থেকে তাঁরা জুটি বাঁধেন। নিজেদের মধ্যে কী কথা হচ্ছিল তা জানিয়েছেন সুন্দর। তিনি বলেন, “আমরা ঠিক করেছিলাম যত ক্ষণ পারব খেলব। তখন ওরাও একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই রান করা কিছুটা সহজ হয়ে পড়েছিল। আমরা ধীরে ধীরে রান করার দিকে মন দিয়েছিলাম। সেটাই করেছি।”

সেই সময় সাজঘর থেকেও স্পষ্ট নির্দেশ ছিল তাঁদের কাছে। সেই মন্ত্র কাজে লাগিয়েছেন তাঁরা। সুন্দর বলেন, “গৌতি ভাই আমাদের বলেছিল লড়াই করতে। রোহিত ভাইও সেটাই বলেছিল। পরিস্থিতি না দেখে রান করার দিকে নজর দিতে হলেছিল। সাজঘরের নির্দেশ স্পষ্ট ছিল। সেই নির্দেশ মেনে খেলেছি। জুটি বেঁধেছি। শেষ পর্যন্ত অফরাজিত থাকতে পারলে ভাল লাগত। আউট হয়ে যাওয়ায় খারাপ লাগছে।”

তাঁদের দু'জনের প্রস্তুতির নেপথ্যেও কোচ গম্ভীরকে কৃতিত্ব দিয়েছেন সুন্দর।

বাংলা-সাহিত্যের পরম সম্পদ অন্য এক শরৎচন্দ্র

রাজু পারাল

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পরিচয় কারো অজানা নয়। জনপ্রিয়তার দিক থেকে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষের হৃদয়-রহস্যের গহন সমুদ্রে ডুব দিয়ে যে মণিমুক্তা তিনি আহরণ করেছিলেন, তা সত্যই বাঙালি ও বাংলা- সাহিত্যের পরম সম্পদ। যতদিন বাংলা থাকবে, বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন শরৎচন্দ্র তাঁর আপন মহিমায় বিরাজ করবেন মানুষের মনে। প্রতম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মুহূর্ত থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্টিশীলতার শিখরে অবস্থান করেছেন। বাঙালি সমাজের - পরিবেশ এবং সাবলিল ভাষা বাঙালি পাঠককে অন্ধ শরৎভক্ত যে করে তুলেছিল - তা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় ভাষার পাঠক ছাড়াও বহু অবাঙালী কথাকার ও সমালোচক তাঁদের সৃষ্টিতে শরৎ-প্রভাব স্বীকার করেছেন। বিশের দশকের তরুণ বাঙালিদের কাছে শরৎচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, শিশিরকুমার, নজরুলের সঙ্গে শরৎচন্দ্রও সেদিন বাঙালির মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছিলেন।

সাধারণ মানুষের উপর জমিদারদের অত্যাচার, শিক্ষার প্রসারে আন্দোলন, বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে মানুষকে সংঘবদ্ধ জাতীয় চেতনা এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস, কথায় কথায় একঘরে করা-এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে, সমাজের বিচিত্র পরিবেশে জন্মে শরৎচন্দ্র বাল্যকাল - থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন।

মধ্যবিত্ত বাঙালি শরৎ-সাহিত্যে তাদের ইচ্ছাপূরণের স্বাদ যতটা অনুভব করেছে, অন্য কোথাও ততটা পায়নি। সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি মমত্ববোধও শরৎ-সাহিত্যের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ব্রাহ্মণ শাসিত হিন্দু সমাজে নিচুতলার মানুষ এবং নারীর প্রতি যে নিপীড়ন বহুকাল ধরে চলে এসেছে শরৎচন্দ্রের লেখায় তার প্রতিবাদ উঠেছে একাধিকবার। তাঁর নিজের কথায়, “সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই... এদের বেদনাই দিল আমার মুখ খুলে। এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে”।

শরৎচন্দ্র সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে ছিলেন না। যে নিষ্ঠুর আচার মানুষকে ছোট করত মানবিকতাকে নীচে নামিয়ে দিত তিনি ছিলেন তার বিরুদ্ধে। তাঁর প্রতিবাদ সামাজিক কাঠামো এবং চিরাচরিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নয়, মানুষের হৃদয়হীন স্বার্থপরতা আর আত্মকেন্দ্রিক সর্বস্ব সঙ্কীর্ণ মনোভাবের বিরুদ্ধে।

শরৎচন্দ্রের সমকালীন পাঠক সমোজ - মূলত গ্রামীণ কৃষিনির্ভর একান্নবর্তী পরিবার থেকে আসা, বলাবাহুল্য শরৎচন্দ্রের কাহিনির আশ্রয়ও এই পটভূমি। তৎকালীন নাগরিক সমাজ থাকলেও তাদের অর্থনৈতিক এবং মানসিক শিকড় বাঁধা ছিল গ্রাম-বাংলায়। তাই সেই সময়ের সর্বস্তরের পাঠকের কাছে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট পরিবেশ ও পটভূমি ছিল পরিচিত। অতি সামান্য চরিতকেও তিনি দিয়েছিলেন অসামান্যের মযাদা। মযাদা।

বিচিত্র অভিজ্ঞতায়-সমৃদ্ধ এবং ঘটনাবহুল জীবনের অধিকারী শরৎচন্দ্রের -সাহিত্য জীবন শুরু হয় বাল্যকালেই। নিচু ক্লাসে পড়ার সময়ই বাবার দেরাজ থেকে লুকিয়ে গল্পের বই বের করে পড়তেন। সে সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি- ‘এবার আর “বোধোদয়” নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম “হরিদাসের গুপ্তকথা” আর বেরলো “ভবানী পাঠক।” গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ ছেলেদের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমাকে বাড়িব গোয়ালঘরে।

এছাড়া শরৎচন্দ্র তাঁর পিতার অসমাপ্ত রচনাগুলিও পড়তেন। সে সব গল্প-নাটক- উপন্যাসের উপসংহার কি হতে পারে, তা নিয়ে গভীর চিন্তা করতেন, এবং ওইভাবেই তাঁর কল্পনাশক্তি উদ্দীপিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের নিজের কথায়। ‘পিতার নিকট হইতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা এককথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেননি।... ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। এগুলি শেষ করে যাননি বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধহয়, আমি সতের বৎসর বয়সে গল্প লিখতে শুরু করি।’ শরৎন্দ্র তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু করেন নিজের গ্রাম দেবানন্দপুরে। দেবানন্দপুরে থাকার সময়েই শরৎচন্দ্র “কাকবাসা”, “ব্রহ্মদৈত্য” ও “কাশীনাথ” লিখেছিলেন। মা ভুবনমোহিনী'র মৃত্যুর পরে শরৎচন্দ্রের বাবা ভাগলপুরে চলে আসেন। এই ভাগলপুরেই শুরু হয় প্রথম পর্বের সাহিত্য জীবন। এখানে শরৎচন্দ্র একটি সাহিত্য গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। নিজে প্রধান পদে থাকলেও ওই গোষ্ঠীতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর অল্পবয়সী মামারা (উপেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ) ও বন্ধু যোগেন মজুমদার ও বিভূতিভূষণ ভট্ট। বিভূতিভূষণের বিধবা বোন নিরুপমা দেবীও ছিলেন ওই সাহিত্য গোষ্ঠীর একমাত্র মহিলা-সদস্য। যিনি পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের স্নেহের পাত্রী হয়ে ওঠেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে নিজের প্রিয় শিষ্যা ও ছোট বোন বলে বার বার উল্লেখ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে কবি ও ঔপন্যাসিক রূপে নিরুপমাদেবী পরে যশস্বিনী হয়ে উঠেছিলেন শরৎচন্দ্রের আশীর্বাদেই। তাঁর “দিদি”, “অন্নপূর্ণার মন্দির”, “বিধিলিপি” প্রভৃতি বইগুলি যথেষ্ট সমাদার পায় সে সময়ে। নিরুপমা দেবীর রচনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের উৎসাহ ও কৌতূহল চিরকালই। অক্ষুন্ন ছিল। ১৯০৮ সালে এক পত্রে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে বিভূতি ভট্টাকে নিরপমা দেবীর সাহিত্য চর্চ সম্পর্কে লেখেন। “না জানি বুড়ির খাতাখানি আজকাল কত মোটা হইয়াছে। একবার পড়িতে এমনি ইচ্ছা করে।” শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনকালে বহু দেশি ও বিদেশি সাহিত্য পাঠ করেছিলেন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে। যার মধ্যে চার্লস ডিকেন্স, মগনি, ওয়েস্টার মার্ক, স্পেন্সার, টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, গোর্কি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মিসেস হেনরী উড এবং মারি কোরেলীর উপন্যাসের বড়। অনুরাগী ছিলেন শরৎচন্দ্র। ভাগলপুরে থাকাকালীনই শরৎচন্দ্র লিখে। ফেলেন “শুভদা”, “দেবদাস”, “চন্দ্রনাথ”, “বড়দিদি” ইত্যাদি গল্প উপন্যাসগুলি। যেগুলি পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র যখন বমায় ছিলেন (১৯০৩- ১৯১৬) তখন শুরু হয় তাঁর দ্বিতীয় পর্বের লেখালেখি। এই পর্বে তিনি লিখেছিলেন- “বিরাজ বৌ”, “বিন্দুর ছেলে”, “পরিণীতা”, “ পণ্ডিত মশাই” ইত্যাদি। তৃতীয় পর্বে (১৯১৬-এর পরবর্তী) শরৎচন্দ্র তখন বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাকার, সে সময়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একের পর এক উপন্যাস “শ্রীকান্ত”, “চরিত্রহীন”, “দত্তা”, “গৃহদাহ”, “বামুনের মেয়ে”, “দেনা পাওনা”, “পথের দাবী”, “শেষ প্রশ্ন” ইত্যাদি। এইসব উপন্যাসের চরিত্র ও কাহিনি গুলোই তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার উজ্জ্বল প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে একাধিক জনসেবী মানুষের চিত্র এঁকেছেন। রেঙ্গুনে থাকাকালীন তিনি মিস্ত্রি-পল্লীতে দরিদ্র অসহায় মিস্ত্রিদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন। গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর “ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র” বইয়ে লিখেছেন। ‘রেঙ্গুন শহরে যতগুলি ধানের কল, কাঠের কল, ডক-ইয়ার্ড ও ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি আছে, তাহাতে ফিটার, ভাইশম্যান ও ঢালাই, মিস্ত্রির সমস্ত কাজ বাঙ্গালী মিস্ত্রিদের ছিল একচেটিয়া। অনেক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সন্তানও এই কাজ শিখিয়া এখানে দৈনিক তিন-চার টাকা রোজকার করে।... ওই পল্লীতে শরৎচন্দ্রের মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কেহই ছিল না। শরৎচন্দ্রের কোনরূপ আয়ভিমান না থাকায় তিনি মিস্ত্রিদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের চাকরির দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, তাদের বিবাদ বিসম্বাদের সালিশ হইতেন, রোগে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিতেন, সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, বিবাহাদি উৎসবে যোগদান করিতেন এবং বিপদে পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এই সকল সৎগুনের জন্য ওখানকার স্ত্রী- পুরুষ সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত এবং “বামুন-দাদা” বলিয়া ডাকিত।’

শরৎচন্দ্র মানুষকে যেমন গভীরভাবে ভালো বাসতেন, তেমনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন শিল্প, সাহিত্য ও পড়াশোনাকে। পড়াশোনার বাতিক তাঁর বরাবরই ছিল। গৃহত্যাগের পরেও তিনি সে অভ্যাস ছাড়েননি। রেঙ্গুনে থাকাকালে প্রিয় বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে এক পত্রে লিখেছিলেন, “পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর ফিজিও ফিটি লজি, বাইওলজি অ্যান্ড সাইকোলজি এবং কতক হিস্টি পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।” রেঙ্গুনে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র সেখানকার বানার্ড ফ্রি লাইব্রেরির সদস্য ছিলেন। ওই লাইব্রেরির অনেক ইংরাজি সমাজনীতি ও দর্শন সম্পর্কিত মোটা মোটা বই সংগ্রহ করে তিনি মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন। শরৎচন্দ্র নিজেও প্রচুর বই কিনতেন। কথিত আছে, তিনি এক সাহেবের কাছ থেকে পুরো একটা লাইব্রেরি কিনে নিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর নিজের একটা গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। বাংলা বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিল। তিনি নিজে এ সম্বন্ধে বলেছেন, “সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই-কাব্য ও কথাসাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই কখানা বই-ই বার বার করে পড়েছি। রেঙ্গুনে বসবাসকালে শরৎচন্দ্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর “ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র” গ্রন্থে লিখেছেন, “এমন একদিন ছিল, যেদিন শরৎচন্দ্র আমাদের মতো একজন অধম কেরানি ছিলেন এবং এই ই রেঙ্গুনের বাঙালি সমাজে তিনি একজন গায়ক বলিয়াই শুধু পরিচিত ছিলেন।” কথাটা আশ্চর্যরকম লাগলেও তা সত্য। যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা তথা সমগ্র ভারতের জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক, তিনি সেকালে রীতিমতো সংগীত চর্চা করতেন। আসলে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বিপুল সৃষ্টি ও জনপ্রিয়তার নেপথ্যে ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর গায়ক সত্তা ও বাদক পরিচিতি। গানের পাশাপাশি তিনি তবলা ও বাঁশিও বাজাতেন। মজঃফরপুরে থাকাকালীন রাত্রিতে ধর্মশালার ছাদে বসে গান গেয়ে সকলকে অবাক করে দেন তিনি। তাঁর সুমধুর কণ্ঠের গান শুনে পথের লোকও দাঁড়িয়ে যেত। সে সময় সুকণ্ঠ গায়ক রূপে শরৎচন্দ্রের খ্যাতি মজঃফরপুরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই গানের সুবাদই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয় মজঃফরপুরের জমিদার মহাদেব সাহুর সঙ্গে। তিনিও ছিলেন সঙ্গীত প্রিয় মানুষ। তাই অচিরেই শরৎচন্দ্র তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সাহিত্যিক হিসেবে আত্ম প্রকাশের আগে গায়ক ও বাদক হিসেবে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৮৯৩ সাল থেকে ভাগলপুর বাসের সূচনা থেকেই শরৎচন্দ্র গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকতেন। সেখানকার স্থানীয় আদমপুর ক্লাবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত গায়ক। পাশাপাশি তবলাবাদক ও বংশীবাদক হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম ছিল তাঁর। শরৎচন্দ্রের জীবনীকার গোপালচন্দ্র রায় বলেছেন, “শরৎবাবুর গানের দিকেই ছিল বেশি ঝোঁক। কণ্ঠস্বর ছিল ভারী মিষ্টি। একবার কোনও গান শুনলে খুব দ্রুত নিজের গলায় তা তুলে তুলে নিতে পারতেন।”

শরৎচন্দ্রের বিশেষ পছন্দের বিষয় বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা। রেঙ্গুন পর্বে বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি রবীন্দ্রনাথের গান নিয়মিত গাইতেন। গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন- “তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতেন এবং অতি প্রত্যুষে আপন মনে কত কী আবৃত্তি করিতেন এবং ধীরে ধীরে মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন। এই আবৃত্তি গানের অধিকাংশই ছিল কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে।”

শরৎচন্দ্রের জীবনে একটা কলঙ্কের দিক-পতিতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও মেলামেশা। শরৎচন্দ্র যখন ভাগলপুরে থাকতেন, তখনই তাঁর জীবনের ওই দিকটার সূত্রপাত। নিজের মনের দুঃসহ বেদনা ও ব্যর্থতাকে ভুলতেই সম্ভবত শরৎচন্দ্র প্রথমে এপথে পা দিয়েছিলেন। পরে তাঁর গভীর মানবতাবোধ ও সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিও তাঁকে পতিতালয়ে নিয়ে যেত। অসহায় ও দুঃস্থা বেশ্যাদের অর্থ সাহায্য করতেন বলেই পতিতালয়ের মেয়েয়া তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। পশুপাখি শিকার করা ছিল শরৎচন্দ্রের একটা শখ। “বাল্যস্মৃতিতে” উল্লেখ করেছেন ছিপ ফেলে মাছ ধরার কথা। ব্রহ্মদেশ থেকে ফেরার পরে তাঁর শিকারের নেশা আরও বেড়ে যায়। সে সময় তিনি ভাগলপুরে গঙ্গার চরে বা হাওড়ার রূপনারায়ণের চরে অনেক সময় পাখি শিকার করতে যেতেন। আশ্চর্য ছিল তাঁর মন, যে শরৎচন্দ্র পশুপাখি, মাছ শিকার করে আনন্দ পেতেন তিনিই আবার তাঁর পোষাপাখি, কুকুর ও ছাগলের জন্য দরদ দেখাতেন। তবে দেশি কুকুরদের উপর তাঁর দুর্বলতা ছিল খুবই। তিনি নিজে একদা জীবনের অনেকটা সময় গৃহহীন, অন্নহীন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। তাই পথের কুকুরদের উপর তাঁর করুণা হত স্বাভাবিকভাবেই। এ প্রসঙ্গে তাঁর পোষা এক কুকুর ভেলুর কথা উঠে আসে। তিনি “ভেলু” নামে একটি কুকুর পোষেন। শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে থাকতেন “ভেলু” ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। “ভেলু” অসুস্থ হয়ে মারা গেলে শরৎচন্দ্র ভীষণভাবে দুঃখ পেয়েছিলেন। ভেলুর মৃতদেহ শিবপুরে সমাধিস্থ করেছিলেন। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি “রবিবার” অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেশবাসীকে কাঁদিয়ে চলে গেছিলেন চির বিশ্রামের দেশে। সেদিন তাঁর মৃত্যু-সংবাদে সমগ্রজাতি শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতার মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলী পাঠালেন- “যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে। ক্ষতি তার র ক্ষতি ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে। দেশের মাটি থেকে নিল যারে হরি দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।” সত্যই, বাঙালীর হৃদয় আজও তিনি পূর্ণ করে রয়েছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাঙালী জাতির যে ক্ষতি হয়েছিল, তা অপূর্ণই রয়ে গেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় রেল পুলিশের হাতে এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে।

ফিরে দেখা ২০২৪, বিষয় বিশিষ্টজনের জীবনাবসান

গুয়াহাটি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কালচক্র অতিক্রম করে চলে গেল আরও একটি বছর, ২০২৪। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২৪-এর ফ্ল্যাশব্যাকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনাবসান সম্পর্কিত খবর, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জাপানিজ এনসেফেলাইটিস-সদৃশ রোগে আক্রান্ত হয়ে আইনের পঞ্চম ষাণ্মাষিকের ছাত্রী সুস্মিতা হাজরিকার মৃত্যু। তিনি মঙ্গলদৈয়ের আরেঙ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

গুয়াহাটি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রয়াত যশস্বী অসমিয়া সংগীত পরিচালক, বাদ্যযন্ত্রী, সুরকার, গীতিকার, শব্দযন্ত্রী ভূপেন উজির। অসমিয়া সংগীত জগতের অন্যতম নক্ষত্র ভূপেন উজির।

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : ত্রিপুরার প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা সিপিআইএম নেতা কেশব মজুমদারের জীবনাবসান। এদিন ভোর পাঁচটায় প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রয়াত ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'জাগরণ'-এর সম্পাদক তথা প্রবীণ সাংবাদিক পরিতোষ বিশ্বাস। এদিন সকালে রাজধানী আগরতলা শহরে লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি রোডে অবস্থিত নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কিডনি, হৃদরোগ এবং লিভার-সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন।

পাথারকান্দি (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : প্রয়াত পাথারকান্দির বাসিন্দা বিশিষ্ট নাট্যকর্মী, নারীনেত্রী গীতা দাস। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

ইটানগর, ৯ মার্চ (হি.স.) : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন অরুণাচল প্রদেশের বিজেপি বিধায়ক ফসুম খিমহুন। এদিন সকালে ইটানগরের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বিধায়ক ফসুমের বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী ও দুই সন্তান সমেত তাঁর বহু গুণমুগ্ধকে।

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : প্রয়াত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু সত্ত্বা, সমাজ-সংস্কারক পদ্মশ্রী ভূষিত (ড.) বিরুবালা রাভা। এদিন সকাল ৯:২৩ মিনিটে গুয়াহাটির স্টেট ক্যানসার ইনস্টিটিউটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কালাজাদু ও ডাইনি সন্দেহে হত্যার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামী মানবাধিকার কর্মী বিরুবালা। দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.) : প্রয়াত তেজপুরের (অসম) প্রাক্তন সাংসদ, অবসরপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসের আধিকারিক ঈশ্বরপ্রসন্ন হাজরিকা। এদিন সকাল ৯:৩০ মিনিটে নয়াদিল্লির ফোর্টিস এসকর্টস হার্ট ইনস্টিটিউটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি রেখে গেছেন পত্নী ছায়া হাজরিকা সহ দুই ছেলে, এক মেয়ে এবং বহু আত্মীয় পরিজন।

গুয়াহাটি, ১৭ মে (হি.স.) : চলে গেলেন অসমের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, তথা রাজ্যের আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি থানেশ্বর বড়ো। এদিন সকাল ৭.০৮ মিনিটে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন রঙিয়ার তিনবারের বিধায়ক থানেশ্বর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। রেখে গেছেন একমাত্র কন্যা ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ।

শিলচর (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট কবি-সাংবাদিক বিজয়কুমার ভট্টাচার্য। এদিন ভোর পাঁচটায় শিলচর শহরের হাসপাতাল রোডের অরুণকুমার চন্দ লেনের ভাড়াটে বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী শিখা ভট্টাচার্য, একমাত্র কন্যা শিল্পী ভট্টাচার্য, নাতনি সৃষ্টি কুমার, জামাতা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত প্রথিতযশা অসমিয়া "গণশিল্পী" সূর্য দাস। এদিন সকাল প্রায় আটটা নাগাদ মরিগাঁও অসামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অসমিয়া সংগীত জগতের বিশিষ্ট শিল্পী সূর্য দাস। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

গুয়াহাটি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : চলে গেছেন প্রখ্যাত অসমিয়া চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার ভাস্করজ্যোতি দাস। মাত্র ৫১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ভাস্করজ্যোতি। বহুদিন ধরে দূরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি।

ফিরে দেখা ২০২৪, বিষয় : বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ও তাদের হামলায় হত নাগরিককুল

গুয়াহাটি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিষয় : বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ও তাদের হামলায় হত নাগরিককুল

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার একবলবলা ফফঙ্গা গ্রামে বুনোহাতির হামলায় জনৈক শ্যামজিৎ মোমিনের মর্মান্তিক মৃত্যু। একইভাবে বুনো হাতির হামলায় কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত বকোর বড়খাল গ্রামৰ কমলেশ্বর বড়ো (৫৫) নামের আরেক ব্যক্তি নিহত। একই গ্রামের অন্য এক ব্যক্তি অমল রাভা (৪০) দামালদের আক্রমণে আহত হয়েছেন।

যোরহাট (অসম), ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : যোরহাট জেলাৰ অন্তর্গত গিবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের কাছে ডাউন বিবেক এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু একটি হাতির। আইজল, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মিজোরামের চাম্পাই জেলায় ৬৮.৪০ লক্ষ টাকার ৪৯টি বিদেশি পাখি ও প্রাণী উদ্ধার করেছে রাজ্য পুলিশ, বন দফতর এবং আসাম রাইফেলসের যৌথ বাহিনী। বনজ সম্পদ পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার তুইপাং সিহা জেলার বাসিন্দা ভাচোনিয়া, আইজলের ভ্যানলালথলানা এবং জেমাবাওক নামের তিনজন। তেজপুর (অসম), ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলিতে বুনো হাতির আক্রমণে দুই বনরক্ষী এবং সাধারণ নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা দুই বনরক্ষী যথাক্রমে কুলেশ্বর বড়ো ও বীরেন রাভা এবং স্থানীয় বাসিন্দা যতীন তাঁতি।

গোয়ালপাড়া (অসম) ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার নারায়ণপাড়ায় বুনো হাতির আক্রমণে একই পরিবারের দুই সদস্য রঞ্জন রায় এবং রূপালি রায় নিহত।

ফিরে দেখা ২০২৪ : রেল বিষয়ক

গুয়াহাটি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কালচক্র অতিক্রম করে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২৪। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্বে বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২৪-এর ফ্ল্যাশব্যাকে রেল বিষয়ক তিনটি উল্লেখযোগ্য খবর তুলে ধরেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স) : এদিন সন্ধ্যায় আগরতলা রেল স্টেশনে আগরতলা-দেওঘর এলএইচবি রেক সংযোজিত এক্সপ্রেস ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

গুয়াহাটি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের জিরিবাম এবং খংসাং-এর মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া রেলমন্ত্রক তীর্থযাত্রার সুবিধার্থে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে মণিপুরের মানুষকে অযোধ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করতে বিশেষ ট্রেন চালু করেছে।

সাব্রুম (ত্রিপুরা), ১৮ জুন (হি.স.) : ১৪০ জন যাত্রী নিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম স্টেশন থেকে শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের।

রবিবার সৈয়দ কিরমানীর জন্মদিন

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : সৈয়দ মুজতবা হোসেন কিরমানীর রবিবার জন্মদিন। তিনি ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সালে চেন্নাইয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতীয় আন্তর্জাতিক প্রাক্তন ক্রিকেটার ছিলেন। তিনি ভারতীয় দলের উইকেট রক্ষক।

জাতীয় দলে তিনি খেলেছেন ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত। টেস্ট অভিষেক হয়েছিল ১৯৭৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। আর ওয়ানডে অভিষেকও হয়েছিল এই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ১৯৭৬ সালে।

৮৮ টেস্ট ম্যাচ খেলে রান করেছেন ২৭৫৯। টেস্টে তাঁর রয়েছে দুটি সেঞ্চুরি ও ১২টি অর্ধ শতরান। আর ৪৯ টা একদিনের ক্রিকেট খেলে করেছেন ৯৭৩ রান। উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে টেস্ট ম্যাচে নিয়েছেন ১৬০ টি ক্যাচ আর স্টাম্পিং করেছেন ৬৮ টি। একদিনের ক্রিকেটে ২৭টি ক্যাচ নিয়েছেন উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে, আর স্টাম্পিং করেছেন ৯টি।

১৯৭৫ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে দলের সদস্য হলেও কোন খেলায় সুযোগ হয়নি তাঁর। ১৯৭৯ সালের বিশ্বকাপে ভরত রেড্ডি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

এছাড়াও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে সিরিজে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়।কিন্তু তিনি সুযোগ পান ১৯৮৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে। সেই বিশ্বকাপে ভারত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন এবং তিনি সেরা উইকেট-রক্ষকের মর্যাদা পান। চূড়ান্ত খেলায় ফাউদ বাক্কাসের ক্যাচ নেন।

প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৩ ক্যাচের ও দুই স্ট্যাম্পিং করে তৎকালীন রেকর্ডের সমকক্ষ হন। নিচের সারির বিশ্বস্ত ব্যাটসম্যান হিসেবে কপিল দেবের সাথে নবম উইকেট জুটিতে অবিচ্ছিন্ন ১২৬ রান তোলেন। ভারতের সঙ্কটকালীন কিরমানীর ২৬ রান প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সাহায্য করে ও পরবর্তীতে দল চ্যাম্পিয়নস হয়।

১৯৮৬ সালে তিনি টেস্ট এবং একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর কিছুদিন ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন।

খেলতেন রেলওয়ের দলে।এরপর ২০০০-এর দশকের শুরুতে ভারতের দল নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন। 'কাভি আজনবি থি' চলচ্চিত্রে খলনায়ক হিসেবে অভিনয় করেন। এতে দলীয় সঙ্গী সন্দ্বীপ পাতিলও অভিনয় করেছিলেন। ১৯৮২ সালে তিনি পদ্মশ্রী সম্মাননা লাভ করেন।

পর্দাপ্রথার কড়া সমালোচনা তথাগতর

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): পর্দাপ্রথার কড়া সমালোচনা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শনিবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "আজ থেকে একশো বছর আগে কট্টর মুসলমান দেশ তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক পর্দাপ্রথা তুলে দিয়েছিলেন। তারপর ইসলামপন্থী এরদোগান এসেও পর্দা আবার চালু করতে পারে নি। অথচ আমাদের দেশে এখনো মুসলমানদের ১৪০০ বছরের পুরোনো ব্যক্তিগত আইন চালু, বহুবিবাহ, তিন তালাক, পর্দাপ্রথা, সবই চলছে।"

এক্সবার্তায় একটি পোস্ট "পর্দাপ্রথা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত, কারণ এটি অনেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যেকোনো প্রথার সুবিধা-অসুবিধা বোঝা এবং সবার অভিজ্ঞতা শোনা দরকার। এ ধরনের আলোচনায় মতবিরোধ থাকাটাই স্বাভাবিক, তবে তা যেন সম্মানের সঙ্গে হয়।" এটির প্রতিক্রিয়ায় তথাগতবাবু ওই মন্তব্য করেছেন। এর আগে, অপর এক্সবার্তায় তথাগতবাবু লিখেছেন, "অমানবিক পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে মন্তব্য করা মাত্র কামাছা (কাঠমোল্লা-মাদ্রাসা ছাপ) গোষ্ঠী লাফাতে আরম্ভ করেছে। এদের যুক্তি হচ্ছে, পর্দা ছেড়ে দেওয়া মানে নাকি ল্যাংটো হয়ে যাওয়া। তাহলে কি কামাছা পুরুষরা ল্যাংটো হয়ে চলাফেরা করছে ?

আমি এদের পুরুষদের চ্যালেঞ্জ করেছিলাম ভাদ্র মাসের গরমে ওরকম একটা চলমান কালো তাঁবুর মধ্যে তিনদিন থাকতে, যাতে তারা মেয়েদের যন্ত্রনাটা বুঝতে পারে। সে বিষয়ে কিন্তু সবাই চুপ।"

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ : কষ্টার্জিত জয় পেল আর্সেনাল

লন্ডন, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার ইমিরেটস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় আর্সেনাল ও ইপসউইচের মধ্যে ম্যাচটি। টেবিলের নিচে থাকা ইপসউইচের বিপক্ষে কোনক্রমে ১-০ গোলে জয় পেল আর্সোনাল। তবে কোনক্রমে জয় পেলেও এই ম্যাচ জিতে চেলসিকে পেছনে ফেলে টেবিলের দুইয়ে উঠে এল মিকেল আরতেতার দল।

ম্যাচের জয় সূচক গোলটি করেন কাই হাভেরটজ।১৮ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে আছে আর্সেনাল। শীর্ষে থাকা লিভারপুল থেকে ৬ পয়েন্ট পিছিয়ে গানাররা। ১৭ ম্যাচে টেবিল টপার লিভারপুলের পয়েন্ট ৪২। আর্সেনালের সমান ম্যাচ খেলে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে চেলসি। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নিচ থেকে দুইয়ে ইপসউইচ।

ফের ডেরা বদল, জিনাত পুরুলিয়া ছেড়ে এবার বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ক'দিন ধরে বনকর্মী ও নজরদারদের ঘোল খাইয়ে ফের বাঘিনী জিনাত বা গঙ্গা তার অবস্থান বদল করল। পুরুলিয়ার পর এবার বাঁকুড়ায় বাঘিনী।

বন দফতর সূত্রে খবর, মুকুটমণিপুর জলাধারের আশেপাশে অবস্থান করছে সে। শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ জালের ফাঁক দিয়ে পালায় সে। লোকালয় হওয়ায় আতঙ্ক চরমে। ইতিমধ্যে বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।

বাঘিনীকে ধরতে বন দফতরের তরফে ট্র্যাকার, ড্রোন নাইট ভিশনের বন্দোবস্ত করা হয়। স্যাটেলাইট লোকেশনে ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর বাঘিনীর অবস্থান জানা যায়। তবে প্রায় ৩০ মিনিটেরও বেশি সময় বাঘিনীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। চারটি ট্র্যাকারই তার অবস্থান সম্পর্কে কোনও তথ্য দিতে পারছে না বলেই খবর।

শনিবার সকালে কুমারী নদী পার করে কাঁসাইয়ের পাড় ধরে যাচ্ছিল বাঘিনী। মানবাজার ১ নম্বর ব্লকের ধানাড়া পেরিয়ে বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর জলাধারের কাছাকাছি পৌঁছয় জিনাত বা গঙ্গা। বনকর্মীদের থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, প্রবল শীতে শুক্রবার রাত থেকেই জলাধারের জল এড়াচ্ছিল বাঘিনী। না হলে কাঁসাই জলাধার পার হয়ে দক্ষিণ বাঁকুড়ার বারো মাইল জঙ্গলে ঢুকে যেতে পারত সে।

মুগ সংগ্রহের বৃদ্ধি এবং সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

জয়পুর, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.) : রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে একটি চিঠি লিখেছেন। তিনি রাজ্যের কৃষকদের স্বার্থে মুগ সংগ্রহ বাড়ানো এবং সময়সীমা ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানান।

জানা যায় , চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা বলেন , অসময়ে বৃষ্টি এবং রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থার কারণে কৃষকরা চরম সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মুগ সংগ্রহ শিথিল করার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন , এটি বেশির ভাগ কৃষকদের কাছ থেকে মুগ ক্রয়ের সুনিশ্চয়তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সাহায্য পাবে। মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিতে রাজ্যের কৃষকদের সমস্যার প্রতি কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ফিরে দেখা ফুটবলের দুনিয়া ২০২৪

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.) : ২০২৪ সাল বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। রয়েছে আর মাত্র কয়েকটা দিন, নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে। তবে বিদায়ের আগে বিদায়ী বছরটা ফুটবল দিয়ে গেছে অনেক কিছু। এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরোপ— একইসঙ্গে ৪ মহাদেশে হয়েছে মহাদেশীয় ফুটবলের আসর। মহাদেশের ফুটবল আসর থেকে আমরা কি পেলাম তারই পর্যালোচনা থাকছে এই প্রতিবেদনে -

আর্জেন্টিনার টানা দ্বিতীয় শিরোপা :

বিশ্বকাপ জিতে ফেবারিটের তকমা নিয়েই কোপা আমেরিকায় মাঠে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। খেলেছেও ফেভারিটের মত। দলের সবচেয়ে বড় তারকা লিওনেল মেসি নিজের সেরা ছন্দে না থাকলেও আলবিসেলেস্তেদের ত্রাতা হয়ে আসেন লাউতারো মার্তিনেজ। পুরো আসরে ছিলেন দারুণ ছন্দে। করেছেন আসরের সবচেয়ে বেশি গোল। ফাইনালে লিওনেল মেসির ইনজুরিতে মাঠ ছাড়া, শিরোপা জিতেই আর্জেন্টাইন তারকা আনহেল ডি মারিয়ার অবসর নেওয়া কিংবা কলম্বিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত ফুটবল— সবই বুঁদ করে রেখেছিল ফুটবল দুনিয়াকে।

এশিয়ায় সেরা কাতার, আফ্রিকায় আইভরিকোস্ট:

বছরের শুরুতেই দুর্দান্ত দুই আসর দেখার সুযোগ মিলেছে এএফসি এশিয়ান কাপ এবং আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সের সুবাদে। এশিয়ান কাপে জর্ডানের দুর্দান্ত উত্থান, দক্ষিণ কোরিয়ার অসাধারণ ফুটবল শৈলী ছিল চোখে পড়ার মতোই। তবে শেষ পর্যন্ত শিরোপা গিয়েছে স্বাগতিক কাতারের ঘরে। টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জয় করেছে দেশটি।

অঘটন আর জমজমাট ছিল আফ্রিকান কাপ অব নেশন্স। আফকনে এবার ছিল চমক। মরক্কো, সেনেগাল, মিশন কিংবা ক্যামেরুনের মতো নামী দলগুলো বিদায় নিয়েছিল। অবশ্য ফাইনালে ছিল দুই পাওয়ারহাউজ নাইজেরিয়া এবং আইভরিকোস্ট। যেখানে শিরোপা উৎসব করেছে আইভরিকোস্টই।

ইউরোপ সেরা স্পেন: আরও একটা বার ইউরোর ফাইনালে ইংল্যান্ড। গেলবার নিজেদের মাঠে ইতালির কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল তাদের। এবারে জার্মানিতে আবারও ইউরোর ফাইনালে ছিল ইংলিশরা। কিন্তু এবারেও হলো না শিরোপা ছুঁয়ে দেখার সৌভাগ্য। স্পেনের দুর্দান্ত ফুটবলের সামনে ২-১ গোলের হারে হতাশায় ডুবেছিল হ্যারি কেইনরা। ২০১২ সালের পর ১ যুগের অপেক্ষা শেষ করে ফের মহাদেশীয় শিরোপা নিজেদের ঘরে তোলে স্পেন। টুর্নামেন্টের বড় আকর্ষণ হয়ে ছিলেন লামিনে ইয়ামাল। ১৭ বছরের এই কিশোর বিমোহিত করেছেন পুরো ফুটবল দুনিয়াকে। অনেকের কাছেই খ্যাতি পেয়েছেন নতুন যুগের মেসি নামে।

ক্লাব ফুটবলে লেভারকুসেনের অবিশ্বাস্য উত্থান, রিয়ালের শ্রেষ্ঠত্ব:

ক্লাব ফুটবলে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় হয়ে ছিল বায়ার লেভারকুসেনের বীরত্ব। মরসুমের শুরুতেই ২০২৩ সালে চমক দিয়েছিল তারা। তবে ২০২৪ সালে নিজেদেরই যেন ছাড়িয়ে যাওয়ার মিশনে নেমেছিল দলটি। পুরো ৯ মাসের মরসুমে যারা হেরেছে কেবল এক ম্যাচ। সেটাও ইউরোপা লিগের ফাইনালে আতালান্টার কাছে। প্রথম দল হিসেবে জার্মান বুন্দেসলিগা তারা শেষ করে অপরাজিত থেকে।

তবে আরও একটা বার রিয়াল মাদ্রিদই থাকলো ইউরোপের সেরা ক্লাব হয়ে। চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে তারা হারিয়েছে জার্মান ক্লাব বুরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে। ঘরে তুলেছে নিজেদের ১৫তম চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। আর উয়েফা সুপার কাপের ম্যাচে তাদের জয় আসে আতালান্টার বিপক্ষে।

বিতর্কিত ব্যালন ডি' অর: রদ্রি নাকি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র? প্রশ্নটা ছিল নিছক কাগজে কলমে। বিশ্বের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি ব্যালন ডি'অর ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুসের হাতে যাচ্ছে, সেটা একপ্রকার অনুমিতই ছিল। রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষ থেকে সব আয়োজনই সমাপ্ত করা হয়েছিল। এমনকি বিশেষ জেটে ফ্রান্সে যাওয়ার কথা ছিল দলের একাধিক সদস্যের। কিন্তু একটা ফোন কলে ভেস্তে যায় সবই। ম্যানচেস্টার সিটির পক্ষ থেকে ফোন করে জানানো হয়, ভিনিসিয়ুস নয় বরং রদ্রিই পাচ্ছেন ব্যালন ডি অ'রের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার। এরপরেই আলোচনা আর সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় পুরো ফুটবল দুনিয়াতে। পুরো অনুষ্ঠান বর্জন করে রিয়াল মাদ্রিদ। পুরস্কার ঘোষণার সময়েও দর্শকদের মধ্যে থেকে ভেসে আসছিল ভিনিসিয়ুসের নামটাই। যদিও একে বারে বছরের শেষদিকে ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কার ঠিকই নিজের করে নিয়েছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তাতে মনের ক্ষতে কিছুটা হলেও প্রলেপ দিতে পেরেছেন ব্রাজিলের এই তারকা।

গুলি চালিয়ে লুটপাটের পর পোষ্য সারমেয়কে অপহরণ

পূর্ব বর্ধমান, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কাটোয়া থানা এলাকার পুইনি গ্রামে শুক্রবার রাতে এক জ্যোতিষীর বাড়িতে হানা দেয় সশস্ত্র ডাকাতদল। গুলি চালিয়ে বাড়ি থেকে লুট করে নিয়ে যায় ৭ ভরি সোনা, ৩৫ ভরি রূপোর গয়না-সহ নগদ কিছু টাকা। ভোজালির কোপে জখম পরিবারের যুবক। লুটপাট শেষে বাড়ির পোষা কুকুরকেও অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছে।

প্রায় ২৫ বছর আগে বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ি পুইনি গ্রামে বসবাস শুরু করেন নিবাস দাস পেশায় জ্যোতিষী। বাড়ির পাশেই তাঁদের মন্দির। ওই মন্দির চত্বরে বসেই তিনি জ্যোতিষ চর্চা করেন। নিবাসবাবুর বাড়িতে থাকেন শাশুড়ি খুকুদেবী, স্ত্রী, এক ছেলে এবং এক মেয়ে। ছেলে রাকেশ এবং মেয়ে প্রতিমা দুজনেই পড়াশোনা করেন। স্ত্রী চায়নাদেবী গৃহবধূ। শুক্রবার নিবাসবাবু তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে জয়রামবাটি বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ছিলেন খুকুদেবী এবং তাঁর এক দিদি সীমাদেবী ও রাকেশ। বেশি রাতে ৬-৭ জনের দুষ্কৃতীদল ভোজালি, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়। তারপর লুটপাট চালাতে থাকে। রাকেশ জানান, ওইসময় আলমারি ভেঙে গয়না লুটপাটের পাশাপাশি দুস্কৃতীরা বলতে থাকে 'কোথায় টাকাগুলো রাখা আছে বের কর।' রাকেশ জানান, ওইসময় একজন গুলি চালায়। তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় গুলি।

এরপর রাকেশ নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলে ভোজালির কোপ লাগে হাতে। দুষ্কৃতীরা বেশ কিছুক্ষণ লুটপাট চালানোর পর চলে যায়। এরপর পরিবারের লোকজন প্রতিবেশীদের জানায়। লোকজন আসার পর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ চলে আসে ঘটনাস্থলে।

নিবাসবাবুদের বাড়িতে একটি পোষা দেশি কুকুর ছিল। সূত্রের খবর, সেটিকেও তুলে নিয়ে গিয়েছে ডাকাতরা। খবর পেয়েই কাটোয়া-সহ আশপাশের থানা এলাকার আইসি, ওসিরা পুলিশ সুপারের নির্দেশে ওই এলাকায় যান।

৩০ ডিসেম্বর সোমবতী অমাবস্যা: পিতৃদোষ ও গ্রহ দোষ থেকে মুক্তির সুযোগ

রাঁচি,২৮ ডিসেম্বর(হি.স.) : ৩০ ডিসেম্বর পালিত হবে সোমবতী অমাবস্যা। এই দিনে বৃদ্ধি যোগ এবং নক্ষত্রের বিশেষ সংমিশ্রণ ঘটছে, যা অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য। এই শুভ যোগে পিন্ড দান, তর্পণ এবং মহাদেবের পূজা করলে পিতৃদোষ, গ্রহ দোষ সহ অন্যান্য ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত মনোজ পান্ডে জানান , এই দিনটি পূর্বপুরুষদের মুক্তির প্রার্থনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার তিনি বলেন, সোমবতী অমাবস্যায় উপবাস রেখে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও পূজা করা উচিত।প্রতি মাসে একবার করে অমাবস্যা দিনটি আসে। এটি শুধু পিতৃপুরুষদের তৃপ্তি ও মুক্তি দেয় না, বরং পরিবারে সুখ ও সমৃদ্ধি আনে।এছাড়াও, অমাবস্যার দিনে ভগবান বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর পূজা করলে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে।

মহিলা সম্মান যোজনার প্রতিশ্রুতি রেকর্ড সময়ে পূরণ : মুখ্যমন্ত্রী

রাঁচি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : মহিলা সম্মান যোজনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেন, যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা রেকর্ড সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ রাজ্যের সকল মহিলাদের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার একটি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে ঝাড়খণ্ড মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে শনিবার মহিলা সম্মান যোজনার অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে।

তবে তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমি পূরণ করছি। প্রতি মাসে প্রতিটি মেয়ের অ্যাকাউন্টে ২৫০০ টাকা জমা দেওয়া হচ্ছে। বছরে তাঁরা পুরো ৩০ হাজার টাকা পাবেন।

কাটোয়ায় ট্রেন থেকে ধৃত মালদায় তরুণীর খুনের অভিযুক্ত

মালদা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): মালদায় মহিলাকে খুনের পর পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মূল অভিযুক্তকে ধরল জেলা পুলিশ। শনিবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া স্টেশনে ডাউন রাধিকাপুর এক্সপ্রেস থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আবু তাহের। তাঁকে মালদহ-কাণ্ডের মূল চক্রী বলে মনে করা হচ্ছে। ধৃতকে চাঁচল থানার পুলিশ এসে মালদহে নিয়ে এসেছে। সোমবার সকালবেলা চাঁচলের একটি আমবাগান থেকে উদ্ধার হয় একটি পোড়া দেহ। তীব্র গন্ধ পেয়ে এলাকাবাসীরা আমবাগানে গিয়ে ওই দেহটি দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে আগুন নেভানোরও চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু তত ক্ষণে শরীরে সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। দেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। কিন্তু দেহ পুড়ে যাওয়ায় এখনও শনাক্ত করা যায়নি মহিলাকে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দই দিয়েই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর কিছু খাবার

সকালের জলখাবারে বাড়িতে পাতা দই, সঙ্গে চিঁড়ে এবং নারকেল কোরা দিয়ে সুস্বাদু পদ বানিয়ে নিতে পারেন। ওজন নিয়ে যাঁরা বেশি চিন্তা করেন, তাঁরা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খেতে চান না। চিঁড়েয় কার্বোহাইড্রেট থাকলেও তার পরিমাণ কম। চিঁড়ের সহজপাচ্য ফাইবার হজমে সাহায্য করে, আর তার সঙ্গে যখন প্রোবায়োটিক হিসেবে দই মিশবে, তখন তার পুষ্টিগুণ অনেক বেড়ে যাবে।

দই কবাব- মুখরোচক কিছু খেতে ইচ্ছে হলে বানিয়ে ফেলুন দই কবাব। একটি বাটিতে সারা রাত ধরে জল ঝরিয়ে রাখা টক দইয়ের সঙ্গে একে একে বেসন, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা বাটা, গরমমশলা গুঁড়ো, ভাজা জিরে গুঁড়ো, চাটমশলা, নুন, চিনি, বাদাম মিশিয়ে ভাল করে মেখে মণ্ড তৈরি করুন। দু'হাতে সামান্য ময়দা নিয়ে মণ্ড থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে কবাবের আকারে গড়ে নিন। এ বার পাত্রে তেল গরম করে কবাবের দু'পিঠ লালচে করে ভেজে তুলে নিন। উপরে সামান্য চাটমশলা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

গরম অথবা ঋতু বদলানোর সময়ে যতটা সম্ভব হালকা খাবার খাওয়াই শ্রেয়। আর তার জন্য দইয়ের মতো উপকরণ আর কিছু নেই। প্রাতরাশ থেকে শেষ পাতে মিষ্টিমুখ দই সব সময়েই পুষ্টিকর। সকালে যদি হাতে সময় কম থাকে এবং পুষ্টিকর কিছু বানাতে হয়, তা হলে দই দিয়ে তৈরি এমন অনেক রেসিপি রয়েছে। মাখন বা মেয়োনিজের প্রয়োজন নেই, দই দিয়েই এমন কিছু পদ তৈরি হয়ে যাবে, যা খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনই স্বাস্থ্যকর। দই দিয়ে তৈরি কয়েকটি প্রাতরাশের রেসিপি জেনে নিন।

দইয়ের স্যান্ডউইচ- পাউরুটির চার ধার কেটে নিন। একটি বাটিতে জল ঝরানো টক দই, গোলমরিচ গুঁড়ো, নুন, চিনি, পাতিলেবুর রস, শসা কুচি, ধনে পাতা কুচি, টম্যাটো কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। দুটো পাউরুটির মাঝে পুরু করে স্যান্ডউইচের পুর ভরে গ্রিল করে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন স্যান্ডউইচ।

দই ভাত (কার্ড রাইস)- বাসি ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে নিন ইয়োগার্ট বা টক দই। তার মধ্যে দিন কুচোনো শসা এবং গাজর। উপর থেকে নুন, জিরে ছড়িয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে তার মধ্যে গোটা সর্ষে, শুকনো লঙ্কা এবং কারিপাতার ফোড়ন দিন। গরম হয়ে গেলে কার্ড রাইসের উপর সেই ফোড়ন ছড়িয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন।

দধি-চূড়া- বাংলায় দই-চিঁড়ে এবং বিহারে দধি-চূড়ার মতোই শেষ কথা নয়। অনেকেই বুঝতে পারেন না, আসলে চুলের যত্ন নেওয়ার সঠিক উপায় কোনটি। কেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুল ভাল রাখতে সপ্তাহে এক দিন হলেও হেনা করা উচিত। তবে হেনা করলে অনেকেরই চুল রুক্ষ ও খসখসে হয়ে যায়। তাই কী ভাবে হেনা করলে চুল নরম ও মসৃণ থাকবে এবং পাকা চুল ঢাকাও পড়বে, তা জেনে নিন।

হেনা কী ভাবে ব্যবহার করবেন?

১) খানিকটা নারকেল তেলের সঙ্গে আধ কাপ হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে টিমে আঁচে ফুটতে দিন। তেল ফুটে উঠলে ছেঁকে রেখে দিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই তেল চুলে ও মাথার তালুতে মালিশ করতে পারেন। ২) সাধারণ চায়ের লিকারে পরিমাণ মতো হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এতে ৩-৪ চা চামচ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে আধ ঘণ্টা রাখুন। এর পর তাতে ২ চ চামচ টক দই মেশান। চুলে এই মিশ্রণ লাগিয়ে রাখতে পারেন। আধ ঘণ্টা রেখে হালকা কোনও ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এই মিশ্রণের নিয়মিত ব্যবহার চুল নরম ও উজ্জ্বল রাখবে। ৩) সর্ষের তেলের সঙ্গে হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। এই তেল ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। চুলের গোড়া শক্ত হবে, চুল ঘন ও কালো হবে। ৪) চুলের জেল্লা বাড়াতে সারা রাত হেনা গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে রেখে পর দিন সকালে তার সঙ্গে পাকা কলা চটকে মিশিয়ে নিতে পারেন। এই হেয়ার প্যাক সপ্তাহে অন্তত একদিন ব্যবহার করলে চুল নরম হবে। চুলের জেল্লাও বাড়বে। ৫) মেথি এবং হেনা গুঁড়ো আলাদা আলাদা পাত্রে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে সেই মেথি ভাল করে বেটে নিয়ে তার সঙ্গে হেনা পাউডার মিশিয়ে নিন। সঙ্গে অল্প পাতিলেবুর রস এবং সর্ষের তেল মিশিয়ে তালুতে লাগিয়ে নিন। আধ ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন।

কাঁচা দুধ না প্যাকেটের দুধ কোনটি ভালো

বাড়িতে কি প্যাকেটের দুধ আসে? না কি একেবারে খাটাল থেকে আনা কাঁচা দুধ? টেট্রা প্যাকের দুধ কখনও কিনে এনেছেন? দুধ খেলেই হল না, কেমন দুধ খাচ্ছেন, তার উপরেও নির্ভর করবে কতটা পুষ্টি শরীরে যাচ্ছে। কাঁচা দুধ ভাল, না প্যাকেটের, না কি টেট্রা প্যাকের, তা জেনে নিন।

ভারতীয় বাজারে দুধ তিনটি উপায়ে পাওয়া যায়।

প্রথমটি স্থানীয় মাধ্যম, অর্থাৎ গবাদি পশুপালন কেন্দ্র বা খাটাল থেকে সেই দুধ সরাসরি আপনার বাড়িতে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি প্লাস্টিক প্যাকেট বা পাউচের দুধ, যা বেশির ভাগ বাড়িতেই কেনা হয়। আর তৃতীয়টি টেট্রা প্যাকের।

কাঁচা দুধ কি সুরক্ষিত?

খাটাল থেকে সরাসরি যে কাঁচা দুধ আসছে বাড়িতে, তা কতটা পরিচ্ছন্ন, সে নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। গরু বা মোষের দুধ, যা-ই খান না কেন, গবাদি পশুকে কী ভাবে পালন করা হচ্ছে, কী খাওয়ানো হচ্ছে, কেমন ওষুধ বা ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে, যে পাত্রে দুধ আনা হচ্ছে সেটি কতটা পরিচ্ছন্ন, তার উপরে দুধের পুষ্টিগুণ নির্ভর করবে। কাঁচা দুধ আনলে তা খুব ভাল করে ফুটিয়ে তবেই খেতে হবে।

প্লাস্টিক প্যাকেট বা পাউচের দুধ পাউচের দুধ তিন রকম হয় টোন্ড, ডবল টোন্ড এবং ফুল ক্রিম মিল্ক। সাধারণত পাউচের দুধে যে পুষ্টিগুণ থাকে না, তেমন নয়। তবে আজকাল বাজারে অনেক ভেজাল দুধও বিক্রি হচ্ছে। দীর্ঘ দিন প্লাস্টিকের মধ্যে দুধ তাজা রাখতে এমন রাসায়নিক ও কীটনাশক মেশানো হচ্ছে, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এই দুধ খুব উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয় না। ৭২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মাত্র ১৫ সেকেন্ড ফুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা করে প্যাকেটে ভরে দেওয়া হয়। এতে কিছু ব্যাক্টেরিয়া মরলেও, সব নির্মূল হয় না। তার উপরে দুধ তাজা রাখতে রাসায়নিকও দেওয়া হয় অনেক জায়গাতেই। কাজেই এই দুধ কিনলে তা খাঁটি কি না যাচাই করে নিতে হবে। আর খাওয়ার আগে দুধ ভাল করে ফোটাতে হবে।

টেট্রা প্যাক

এই দুধকে সবচেয়ে সুরক্ষিত বলেন পুষ্টিবিদেরা। টেট্রা প্যাকের দুধকে খুবই উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়। সাধারণত ১৩৫ থেকে ১৫৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফুটিয়ে ঠান্ডা করে তবেই প্যাকেটবন্দি করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানোর কারণে এই দুধ একেবারে বিশুদ্ধ হয়, কোনও রকম জীবাণু থাকে না। প্যাকেটে ঢালার আগে এই দুধ নানা রকম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়, ফলে টেট্রা প্যাকের দুধ খেলে ভরপুর পুষ্টিগুণ শরীরে যেতে পারে। যদি টেট্রা প্যাক ও পাউচের দুধের মধ্যে তুলনা করা হয়, তা হলে টেট্রা প্যাকের দুধ বেশি সুরক্ষিত। তবে পাউচের দুধের স্বাদ একটু বেশি। পাউচের দুধ ফ্রিজে রাখার দরকার পড়ে। কিনে আনার পরে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই এই দুধ খেয়ে না নিলে তাতে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। আর টেট্রা প্যাকের মুখ না খোলা অবধি এই দুধ ফ্রিজে রাখার দরকার পড়ে না। তাই দীর্ঘ যাত্রার সময়ে বা ফ্রিজে রাখার সুবিধা না থাকলে টেট্রা প্যাকের দুধ কেনাই ভাল।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে কি খাবেন আর কি খাবেন না

স্বাস্থ্যরক্ষায় জোর দেওয়ার কথা মনে রাখেন অনেকে। দিন দিন সে দিকে নজর দেওয়ার ইচ্ছাও বাড়ছে। কী খাবেন এবং কী খাবেন না, তার দিকেও মন দিচ্ছেন। নিজেদের মতো করে খাওয়ার নিয়ম তৈরি করছেন। কিন্তু সে নিয়ম কি ঠিক না ভুল? তার থেকে কতটা ক্যালোরি ঢুকছে শরীরে? সে কথা সব সময়ে বোঝা যায় না। সারা দিন হয়তো খুব নিয়ম মেনে, ক্যালোরি মেপে খেলেন।

কিন্তু বুঝতেই পারলেন না আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্যালোরি শরীরে প্রবেশ করল। এমন কোনও পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হলে জানা দরকার কী ধরনের ভুল করা যাবে না। মূলত কয়েকটি অভ্যাসে বদল আনা দরকার।

১) মনখারাপ বা অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকলেই কিছু খেতে ইচ্ছা করে কারও কারও। কিন্তু তার থেকে সমস্যা বাড়ে। তখন হাতের কাছে যা থাকে, তা-ই খেয়ে ফেলেন অনেকে। ক্যালোরির হিসাব রাখার কথা মনে থাকে না। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে টুকটাক খাবার খেয়ে ফেলার অভ্যাসে বদল আনতে হবে। ২) কাজের চাপে রান্না করার সময় হয় না। ফলে বাড়িতেও অনেক ধরনের প্যাকেটবন্দি খাবার মজুত রাখেন কেউ কেউ। সব সময়ে ক্যালোরির মাপ সে সব খাবারে ঠিক করে বলা থাকে না। বার কয়েক খেলেই নিয়ম ভাঙা হয়ে যায় সহজে। ৩) মাছ-সব্জি-ফল-দুধ খাওয়া শরীরের জন্য ভাল বলেই জানেন অধিকাংশ মানুষ। তবে তার মানে এমন নয় যে, সে সব খাবার যে কোনও পরিমাণে খাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যকর খাবারও মাপ মতো না খেলে অতিরিক্ত ক্যালোরি ঢুকবে শরীরে।

৪) স্যালাডে স্বাদ আনতে নানা ধরনের ড্রেসিং রাখেন বাড়িতে। তাতে স্যালাড খাওয়া হয় ঠিকই। কিন্তু ক্যালোরি মোটেও নিয়ন্ত্রণে থাকে না। স্যালাড ড্রেসিংয়ে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি ক্যালোরি থাকে। ৫) বার বার টুকটাক খাওয়া বন্ধ করতে কাজের ফাঁকে বাইরে থেকে কেনা কফি খেয়ে থাকেন কেউ কেউ। তাতে সেই একই ফাঁদে পা পড়ে। কফিতে ব্যবহৃত ক্রিমে প্রয়োজনের চেয়ে অনেকটাই বেশি ক্যালোরি থাকে। যা অজান্তেই প্রবেশ করে শরীরে।

ত্বকের ট্যান দূর করতে পারে নারকেল তেল

ত্বকে এক বার ট্যান পড়লে, সহজে তা দূর করা যায় না। নানা প্রসাধনী ব্যবহার করেও ত্বক ঝকঝকে করে তোলা যায় না। তাই ট্যান তুলতে ভরসা হতে পারে নারকেল তেল। এমনিতে চুলের যত্নে নারকেল তেলের জুড়ি মেলা ভার। বদপচর্চায় নারকেল তেলের ভূমিকা সত্যিই অনবদ্য। কিন্তু শুধু নারকেল তেল ব্যবহার করার চেয়ে কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে নিলেই ট্যানের দাগ সহজেই দূর হয়ে যায়।

নারকেল তেল ব্যবহার করে ট্যান তোলার উপায় রইল।

১) ১ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে এক চিমটে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার রোদে পোড়া জায়গায় মিনিট ২০ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। তার পর উষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন। ভাল ফল পেতে সপ্তাহে তিন বার ব্যবহার করুন। ২) ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল এবং ২ টেবিল চামচ শসার রস মিশিয়ে নিন। ত্বকের যে যে অংশে রোদ লেগে কালচে ছোপ পড়েছে, সেখানে মিনিট ২০ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। সপ্তাহে দু''বার এই মিশ্রণ মাখলেই দাগ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করবে।

৩) ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে অর্ধেকটা পাতিলেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিন। যেন তেল এবং রস আলাদা না করা যায়। আঙুলের সাহায্যে রোদে পোড়া জায়গায় মিনিট ১৫ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। কিছু ক্ষণ পরে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু'-তিন বার ব্যবহার করলেই ফল নজরে আসবে।

সর্ষের তেলেই কালো হবে পাকা চুল?

চুলে নারকেল তেল মাখার রেওয়াজ বহু কালের। বর্তমান প্রজন্মও কিন্তু চুল ভাল রাখতে ভরসা করে নারকেল তেলের উপর। তবে জানেন কি শুধু নারকেল তেল নয়, চুলের যত্ন নিতে সর্ষের তেলও সমান ভাবে উপকারী? অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, আয়রন, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন এ, ডি, কে, ই সমৃদ্ধ সর্ষের তেল চুল পড়া বন্ধ তো করেই, নিয়মিত চুলে মালিশ করলে নাকি পাকা চুলের সমস্যাও দূর হয়।

আগেকার দিনে মা-ঠাকুমারা চুলের যত্নে নারকেল তেল বা সর্ষের তেলই ব্যবহার করতেন। ফলে চুল অনেক বেশি ঘন ও লম্বা হত। আর এখন তো কোমরছাপানো চুল খুব কম জনেরই দেখা যায়। বাইরের ধুলোময়লা, দূষণ আর খাদ্যাভ্যাসে চুলের ঘনত্ব যেমন কমছে, তেমনই অকালে চুলে পাকও ধরছে। পাকা চুল থেকে রেহাই পেতে এত রকমের রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী আর রং ব্যবহার করা হচ্ছে যে, চুলের আরও বারোটা বেজে যাচ্ছে। পাকা চুল কালো বা রঙিন করতে গিয়ে চুলের স্বাভাবিক রঙই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রসাধনী নয়, পাকা চুল কালো রাখতে সর্ষের তেল ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

সর্ষের তেল দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন হেয়ার মাস্ক। নিয়মিত ব্যবহারে পাকা চুলের সমস্যা দূর হবে। ১) সর্ষের তেল-কারি পাতার মাস্ক একটি পাত্রে সর্ষের তেল গরম করুন। তাতে মিশিয়ে দিন কয়েকটি কারিপাতা। তেল ফুটে গেলে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। এই তেল নিয়মিত মাথার তালুতে মালিশ করলে খুশকির সমস্যা তো দূর হবেই, চুল ঘন, কালো ও লম্বা হবে। এই তেল মাথায় মালিশ করে সারা রাত রাখতে হবে। সকালে চুল ধুয়ে নেবেন।

২) সর্ষের তেল-আমলকির মাস্ক

সর্ষের তেলের মধ্যে আমলকি দিয়ে ফুটিয়ে নিন। আমলকির পাউডারও ব্যবহার করতে পারেন। এই তেল মাথায় মেখে কয়েক ঘণ্টা রেখে চুল ধুয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন ব্যবহার করলেই তফাত বুঝতে পারবেন। এই মাস্ক চুলের ঘনত্ব বাড়াবে। পাকা চুলের সমস্যাও মেটাবে। ৩) সর্ষের তেলে নারকেলের দুধ

দু'চামচ সর্ষের তেলের সঙ্গে এক চা চামচ নারকেলের দুধ মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ খুব ভাল করে চুলে মালিশ করে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। তার পর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। প্রতি দিনই ব্যবহার করা যেতে পারে এই মাস্ক। চুল নরম ও জেল্লাদার হবে।

৪) সর্ষের তেল আর দইয়ের মাস্ক

একটি পাত্রে দু'চামচ সর্ষের তেলের সঙ্গে এক চামচ দই মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে নিন। এই প্যাক মাথার তালু ও চুলে ভাল করে মালিশ করে এক ঘণ্টা রেখে দিন। তার পর চুল ধুয়ে ফেলুন। সর্ষের তেলের জিঙ্ক, বিটা ক্যারোটিন ও সেলেনিয়াম এবং দইয়ের প্রোবায়োটিক চুলে পুষ্টি জোগাবে। চুল লম্বা ও ঘন হবে।

স্বাদ বদলাতে বানিয়ে ফেলুন ইলিশ মালাই রোস্ট

প্রতি বছরই বর্ষার গল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে ইলিশ। যদি বাড়ির রান্নাঘরে ইলিশ থাকে, তা হলে সকাল থেকেই ইলিশের গন্ধে বাড়ি ম-ম করে। বাজারে ইলিশ এলেই বাড়ির কর্তাদের পকেটে খানিক টান পড়ে ঠিকই, তবে যে স্বাদ ভোজনরসিক বাঙালির মন ভাল করে দেয়, পরম তৃপ্তি দেয়, তার জন্যে এইটুকু খরচ কিছুই নয়।

ইলিশ দিয়ে নতুন কিছু বানাবেন ভাবছেন? গরম গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে বানিয়ে ফেলুন ইলিশ মালাই রোস্ট। রইল রেসিপি।উপকরণ:

৪ টুকরো ইলিশ মাছ (রিং করে কাটা)

২ টি পেঁয়াজ কুচি

১ টেবিল চামচ আদা-কাঁচালঙ্কা বাটা

২-৩ টেবিল চামচ ফেটানো টক দই

২-৪ টি চেরা কাঁচালঙ্কা

১০-১২টি কিশমিশ

২টি গোটা শুকনো লঙ্কা

সামান্য এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ

স্বাদমতো নুন ও চিনি

১ কাপ নারকেলের দুধ

১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো

১ চা চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কাগুঁড়ো

১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো

১ টেবিল চামচ ঘি

পরিমাণ মতো সর্ষের তেল

পদ্ধতি:

একটি পাত্রে ইলিশ মাছগুলি নিয়ে তাতে নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো আর দই দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিটের জন্য। একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে গোটা গরমমশলা আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। এ বার তেলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। পেঁয়াজ ভাজা হলে তাতে আদা-কাঁচালঙ্কা আর কিশমিশ বাটা দিন। তার পর সব গুঁড়োমশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে মাখিয়ে রাখা মাছ দিয়ে দিন। মিনিট দশেক ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। শেষে ঢাকা খুলে নারকেলের দুধ, সামান্য ঘি আর চিনি দিয়ে দিন। ঝোল মাখোমাখো হয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবশন করুন ইলিশ মালাই রোস্ট।

প্রতি দিন অল্প কাজুবাদাম খাওয়ার উপকারিতা অনেক

"স্বাস্থ্যকর বাদাম" বললে প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাঠবাদামের ছবি। আখরোট মস্তিষ্কের স্নায়ুর জন্য ভাল। তুলনায় সস্তা চিনেবাদামের গুণও কম নয়। কিন্তু কাজুবাদাম কিছু ক্ষেত্রে ভাল হলেও মোটা হয়ে যাওয়ার ভয়ে খেতে পারেন না। মোদ্দা কথা হল, এই বাদামকে ঠিক স্বাস্থ্যকর খাবারের দলে ফেলতে পারেন না অনেকে। কারণ, ক্যালোরির দিক থেকে দেখলে অন্যান্য বাদামের চেয়ে কাজুর পাল্লা অনেকটাই ভারী।

মোটামুটি ১০০ গ্রাম কাজুতে ক্যালোরির পরিমাণ প্রায় ৫৯৮। কার্বোহাইড্রেট রয়েছে প্রায় ২১ শতাংশ এবং প্রোটিন রয়েছে ১০ শতাংশ। এ ছাড়া কাজুর মধ্যে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটও রয়েছে। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ভিটামিন বি১, বি২, কে, ই, পিপি এবং ফোলিক অ্যাসিড রয়েছে। আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, কপার এবং সেলেনিয়ামের মতো খনিজও রয়েছে এই বাদামে। তবে পরিমিত পরিমাণে কাজুবাদাম খেলে লাভই হবে। বেশি নয়, দু'-চারটি করে কাজু রোজ মুখে দিলে কী উপকার হবে? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, যে হেতু কাজুবাদাম ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ, তাই হার্টের জন্য নিঃসন্দেহে তা ভাল। আবার, কাজুতে ভিটামিন কে, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, কপারের মতো খনিজ থাকায় তা হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে। পেশি মজবুত করতে এবং নমনীয়তা বজায় রাখতেও এই বাদামের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকায় পেটের সমস্যাও বশে থাকে। স্নায়ুতন্ত্রের কর্মকাণ্ড সঠিক ভাবে পরিচালনা করতেও সাহায্য করে। কাজুবাদাম খেলে ওজন বেড়ে যেতে পারে? মেদ ঝরানোর জন্য যাঁরা ক্যালোরি মেপে খাবার খান, তাঁদের চোখে কাজুবাদাম ''অপরাধী''। কারণ, এটি উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাবার। এ ছাড়াও এই বাদামে প্রচুর পরিমাণে অক্সালেট রয়েছে। শরীরে এই উপাদানের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে গেলে কিডনি, পিত্তথলিতে পাথর হতে পারে।

শনিবার আগরতলা রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

ফিরে দেখা ২০২৪, বিষয় : মৌলবাদী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা বিষয়ক

গুয়াহাটি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কালচক্র অতিক্রম করে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২২। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২২-এর ফ্ল্যাশব্যাকে মৌলবাদী, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা বিষয়ক কয়েকটি, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ৮ মার্চ (হি.স.) : এদিন সকাল আনুমানিক নয়টা নাগাদ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন রাস্তায় এক নাবালক, এক নাবালিকা ও এক মহিলা সহ চার রোহিঙ্গা আটক।

আগরতলা, ১৭ মার্চ (হি.স.) : আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে জিআরপির হাতে ধৃত তিন রোহিঙ্গা।

গণ্ডাছড়া (ত্রিপুরা), ৪ মে (হি.স.) : ধলাই জেলার গণ্ডাছড়া মহকুমা পুলিশের এসবি এবং ডিআইবি কর্মীদের হাতে উপজাতি জনপদে গ্রেফতার ১১ জন রোহিঙ্গা।

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : গুয়াহাটি রেলস্টেশন থেকে দুই বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদী গ্রেফতার। ধৃত দুই বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদীকে বাহার মিয়াঁ এবং রাসেল মিয়াঁ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা গুজরাট থেকে আসছিল, গন্তব্য ছিল শিলচর।

ধুবড়ি (অসম), ২৬ জুলাই (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত অসম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের পার্শবর্তী ছাগলিয়ার খলিসামারি গ্রামে জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার রুস্তমনগরের প্রয়াত জাহাঙ্গির আলমের ছেলে বাবুল মিয়াঁর মৃত্যু।

ধুবড়ি (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : বৈদেশিক আইনি প্রক্রিয়া শেষে প্রয়োজনীয় প্রোটোকল মেনে ভারত ভূখণ্ডে নিহত বাংলাদেশি নাগরিক বাবুল মিয়াঁর মৃতদেহ বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর ধুবড়ি জেলা প্রশাসন। ধুবড়ির গোলকগঞ্জে সোনাহাট আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র সীমান্ত গেট দিয়ে বাবুলের মরদেহ বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত।

গুয়াহাটি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের ভারত-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে এদিন ভোরের দিকে শিশু, মহিলা সহ আরও ১৭ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে পুশব্যাক করেছে পুলিশ ও বিএসএফ-এর যৌথবাহিনী।

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগরতলা রেলস্টেশনে এক মহিলা সহ চার রোহিঙ্গা এবং একজন বাংলাদেশি নাগরিক পুলিশের হাতে ধৃত।

গুয়াহাটি, ৫ অক্টোবর (হি.স.) : গোয়ালপাড়ায় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে এনআইএ (নিয়া)-এর অভিযানে গ্রেফতার জইশ-ই-মহম্মদ-এর সঙ্গে জড়িত ১০ জন।

গুয়াহাটি, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত সামাগুড়িতে সন্ত্রাসী সংগঠন আল-কায়েদাকে অর্থায়নকারীর সন্ধানে অভিযান ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির।

করিমগঞ্জ, (অসম), ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : আসাম পুলিশ নয়জন (৯) অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে।

গুয়াহাটি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর আসাম পুলিশের 'অপারেশন প্রঘাত' শীর্ষক অভিযানে অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা থেকে এক বাংলাদেশি সহ আট মৌলবাদী গ্রেফতার। গ্রেফতারকৃতরা মহম্মদ সাদ রাদি ওরফে মহম্মদ শাব শেখ (বাংলাদেশি নাগরিক, বৈধ ভ্রমণনথি ছাড়া কেরালায় অবস্থানকারী), পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে মিনারুল শেখ ও মহম্মদ আব্বাস আলি, অসমের কোকরাঝাড় থেকে নুর ইসলাম মণ্ডল, আব্দুল করিম মণ্ডল, মজিবর রহমান ও হামিদুল ইসলাম এবং অসমের ধুবড়ি থেকে এনামুল হক।

গুয়াহাটি, ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ (হি.স.) : গুয়াহাটির পার্শবর্তী সোনাপুরে স্থানীয় জনতা দুই বাংলাদেশি নাগরিককে পাকড়াও করে পুলিশের কাছে হস্তান্তরিত। ধৃত বাংলাদেশিরা সিলেট জেলার বাসিন্দা।

গুয়াহাটি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের কোকরাঝাড় জেলায় পৃথক দুই অভিযানে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স-এর হাতে গ্রেফতার 'গ্লোবাল টেররিস্ট অর্গানাইজেশন' আনসারউল্লা বাংলা টিম (এবিটি)-এর দুই সদস্য আবদুল জাহের শেখ এবং সাব্বির মির্ধা। এর সঙ্গে উদ্ধার বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ।

গুয়াহাটি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : 'অপারেশন প্রঘাত'-এর বলে ধুবড়ি জেলায় অভিযান চালিয়ে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জিহাদি সাহিনুর ইসলামকে গ্রেফতার আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর। তার বসতঘর থেকে পুলিশ 'নুরিলিজ্জা' শীর্ষক ৮২৯ পৃষ্ঠার উর্দু বই, ৪৭ পৃষ্ঠার হাতে লেখা বই 'জানা ওয়াহিদ', একটি আধার কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, একটি মোবাইল ফোন, অন্যান্য নথি সহ বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

(অন্য বিষয়ের খবর পরবর্তীতে)

বর্ষশেষে নামবে পারদ, দক্ষিণবঙ্গ আগামী কিছু দিন শুষ্কই থাকবে

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): শীত নিয়ে অবশেষে সুখবর দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নামবে তাপমাতার পারদ। আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নতুন বছরের শুরুতেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই তাপমাত্রার পারদ নামবে। সর্বনিম্ন অথবা সর্বনিম্ন তাপমাত্রার নীচেও নেমে যেতে পারে তাপমাত্রা। মালুম হবে জমজমাট শীতের আমেজ। তার আগে শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি।

শনিবারও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন মুম্বই, বাতাসের গুণগতমান "মন্দ" পর্য্যায়ে

মুম্বই, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): বাণিজ্যনগরী মুম্বই শনিবার সকালেও ধোঁয়াশার মোড়া। মুম্বইয়ের প্রভাদেবী, প্যারোল, বান্দ্রা, মেরিন ড্রাইভ প্রভৃতি এলাকা শনিবার সকালেও ধোঁয়াশার চাদরে মোড়া ছিল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এদিন সকালে মুম্বইয়ের বাতাসের গুণগতমান ছিল মন্দ পর্য্যায়ে।

সকালের দিকে মুম্বই ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন থাকলেও, বেলা বাড়তেই আকাশ হয়ে যাচ্ছে পরিষ্কার। এদিন সকাল ৯টা পর্য্যন্তও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকা।

২৯ ডিসেম্বর মন কি বাত-এর ১১৭-তম পর্ব, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শুনতে উদগ্রীব দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৮ ডিসেম্বর, রবিবার মাসিক মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন।

২৮ ডিসেম্বর (রবিবার) আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১১৭-তম পর্ব।

২৮ ডিসেম্বর, রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

মণিপুরে অব্যাহত গোলাগুলি, জঙ্গিদের হামলায় জখম ভিডিও জার্নালিস্ট

ইমফল, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : সন্দেহভাজন জঙ্গিদের গোলাগুলিতে হয়েছেন জখম হয়েছেন স্থানীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জনৈক ভিডিও জার্নালিস্ট।

কর্তব্যরত ভিডিও জার্নালিস্ট (চিত্র সাংবাদিক) লেইমাপোকপাম কবিচন্দ্রকে অকুস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দ্রুত রাজ মেডিসিটি (হাসপাতাল)-তে নিয়ে ভরতি করেছেন সেনা জওয়ানরা। ঘটনা আজ শনিবার সকালে রাজ্যের কাংপোকপি এবং পূর্ব ইমফল জেলার সীমান্তবর্তী পোরিফেরাল এলাকায় সংঘটিত হয়েছে।

জঙ্গিরা পাহাড়ের চূড়া থেকে গুলি বর্ষণ করছে। এ খবর লেখা পর্য্যন্ত দফায় দফায় যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময় হচ্ছে বলে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ।

রাজ্য পুলিশ সদর দফতর সূত্রের খবর, গতকাল (শুক্রবার) রাত থেকে কংপোকপি জেলার পাহাড়ের উপর থেকে সমতলে জনবসতি গ্রামে গুলিবর্ষণ করছে সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা গতরাতে সংঘটিত গোলাগুলিতে জখম হয়েছেন মণিপুর পুলিশের এক কমান্ডো, এক গ্রামরক্ষী এবং মেইতেই সশস্ত্র বাহিনীর আরামবাই টেঙ্গলের জনৈক সদস্য।

জঙ্গিরা পাহাড়ের চূড়া থেকে আজ শনিবার সকালে আবার গুলি বর্ষণ করলে সীমান্তবর্তী পূর্ব ইমফল জেলার থমানপোকপি এলাকায় কর্তব্যরত সাংবাদিক লেইমাপোকপাম কবিচন্দ্র ঘায়েল হয়েছেন। কবিচন্দ্রের উরুতে গুলি বিদ্ধ হয়েছে, জানিয়েছে পুলিশের সূত্র।

সদর পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, চূড়াচাঁদপুর জেলার টি লাংঘইমল এলাকায় শুক্রবার থেকে মাদক-বিরোধী অভিযান চালিয়েছেন।

গতকাল প্রায় সাত একর আফিম ক্ষেত ধ্বংস করেছে আসাম রাইফেলস মণিপুর পুলিশ এবং বন দফতরের যৌথ বাহিনী। মূলত মাদক-বিরোধী অভিযান চালানোয় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কুকি জঙ্গিরা।

এদিকে ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ, রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির পেছনে চিনা মদতপুষ্ট নিষিদ্ধ কুকি-জো জঙ্গিগোষ্ঠী কুকি ন্যাশনাল আর্মি, কুকি ন্যাশনাল ফ্রন্ট এবং ইউনাইটেড কুকি লিবারেশন ফ্রন্ট জড়িত।

গ্লোব সকার পুরস্কার : ভিনিসিয়ুস ছাড়া আর কে কি পেলেন

দুবাই, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.) : শুক্রবার রাতে দুবাইয়ের গালায় অনুষ্ঠিত হয় গ্লোব সকার পুরস্কার অনুষ্ঠান। সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ভিনিসিয়ুস। ভিনিসিয়ুস ছাড়া আর কে কি পেলেন, দেখে নেওয়া যাক -

পুরুষদের সেরা মিড ফিল্ডার:

সেরা মিড ফিল্ডারের পুরস্কারও গেছে রিয়াল মাদ্রিদেই। এই পুরস্কারের দৌড়ে ছিলেন মোট ১১জন। সেখান থেকে সেরা মিড ফিল্ডারের পুরস্কার জেতেন রিয়াল মাদ্রিদের ইংলিশ তারকা জুড বেলিংহ্যাম। এছাড়াও গ্লোব পুরস্কারের ম্যারাডোনা পুরস্কার জিতেছেন এই ইংলিশ তারকা।

মেয়েদের সেরা ফুটবলার:

মেয়েদের সেরা ফুটবলারের তালিকায় ছিলেন ১২ জন। সেই তালিকায় ছিলেন বার্সেলোনার তারকা আইতানা বোনমাতি। গত অক্টোবরে মেয়েদের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন বার্সেলোনার এই তারকা। এবার গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতলেন তিনি।

সেরা ১০ টি ক্লাব:

সেরা ১০টি ক্লাবের দৌড়ে ছিল মোট ১০টি ক্লাব। তবে সবাইকে পেছনে ফেলে এ বছরের সেরা ক্লাব নির্বাচিত হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। আর মেয়েদের সেরা ক্লাব নির্বাচিত হয়েছে বার্সেলোনা।

সেরা কোচ:

সেরা কোচের পুরস্কারও গেছে রিয়ালের ঘরেই। এই পুরস্কারের তালিকায় ছিলেন ৭জন কোচ। সেখান থেকে সবাইকে পেছনে ফেলেছেন রিয়াল মাদ্রিদের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়:

সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন বার্সেলোনার তরুণ স্টাইকার্স লামিনে ইয়ামাল।

সেরা এজেন্ট:

সেরা এজেন্টের পুরস্কার জিতেছেন জর্জ মেন্ডেস। আর সেরা স্পোর্টিং পরিচালকের পুরস্কার জিতেছেন ইন্টার মিলানের পিয়েরো অসিলিও।

মধ্যপ্রাচ্যের সেরা ফুটবলার/কোচ ও ক্লাবের পুরস্কার:

ইউরোপ ছেড়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো পাড়ি জমিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে। তারপরও পুরস্কার যেন তাঁর পিছু ছাড়েনি।

মধ্যপ্রাচ্যের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেয়েছেন আল নাসরের পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর হাতে। আর মধ্যপ্রাচ্যের সেরা কোচের পুরস্কার জিতেছেন আল হিলালের জর্জ জেসুস। সেই সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সবচেয়ে সফল ক্লাব হয়েছে আল আইন। পুরস্কার হিসেবে তাঁরা জিতেছে মধ্যপ্রাচ্যের সেরা ক্লাবের খেতাব।

এএফসি কাপ ২০২৪: সেমিফাইনালে থাইল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে এগিয়ে ফিলিপাইন

ম্যানিলা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার ম্যানিলার রিজাল মেমোরিয়াল স্টেডিয়ামে আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ফিলিপাইন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন থাইল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে। ম্যাচের ২১ মিনিটে স্যান্ড্রো রেয়েস স্বাগতিকদের লিড দেয়। তবে প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে সমতা ফিরিয়ে আনেন সুফানান বুরেরাত।দ্বিতীয়ার্ধের স্টপেজ টাইমে কিকে লিনারেসের গোলে বিজয়ী হয় ফিলিপাইন।

এটি ছিল থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্ধশতকের মধ্যে ফিলিপাইনের প্রথম জয়, শেষ জয়টি ১৯৭২ সালে এসেছিল, জাকার্তা বার্ষিকী টুর্নামেন্টে ১-০ গোলে জয়।৩ দিন পর ব্যাককের রাজামঙ্গলা স্টেডিয়ামে সেমি ফাইনালের ফিরতি লেগ হওয়ার কথা।

কে টি রামা রাও-কে ইডি-র সমন, ৭ জানুয়ারি হাজিরার নির্দেশ

হায়দরাবাদ, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিআরএস-এর কার্যকরী সভাপতি কে টি রামা রাওকে ডেকে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত ফর্মুলা-ই রেসের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ তছরুপ মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিআরএস-এর কার্যকরী সভাপতি কে টি রামা রাওকে ডেকে পাঠিয়েছে, আগামী ৭ জানুয়ারি তলব করা হয়েছে কে টি রামা রাওকে।

বরফে বিপর্যস্ত হিমাচল, শুধু কুল্লুর রাস্তাতেই পাঁচ হাজার পর্য্যটক আটকে

শিমলা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারী তুষারপাত চলছে হিমাচল প্রদেশের বিস্তীর্ণ অংশে। বহু পর্য্যটক তাতে আটকে পড়েছেন। শুধু কুল্লুর রাস্তাতেই পাঁচ হাজার পর্য্যটক আটকে ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁদের অনেককেই উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। তুষারপাতের কারণে কুল্লুতে যান চলাচল থমকে গিয়েছে। রাস্তা থেকে বরফ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে আরও সময় লাগবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

হিমাচলের অন্য জেলাগুলির অবস্থাও একই রকম। তুষারপাতের পাশাপাশি শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। প্রবল ঠান্ডার হাত থেকে আপাতত নিস্তার পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। লাহুল-স্পিতি, চম্বা, কাংরা, শিমলার মতো হিমাচলের অন্য জেলাগুলিতেও বৃষ্টি এবং তুষারপাত চলছে।

"নতুন যুগের উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকরণের উদাহরণ হয়ে থাকবেন", রতন টাটাকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): রতন টাটার জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অমিতবাবু শনিবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "রতন টাটা জির জয়ন্তীতে, আমরা দূরদর্শী ব্যবসায়ী নেতাকে স্মরণ করি। রতন টাটা জি তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ভারতের ব্যবসায়িক ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁর জনহিতকর উদ্যোগের মাধ্যমে জীবন পরিবর্তন করেছেন। তিনি নতুন যুগের উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকরণের উদাহরণ হয়ে থাকবেন।"

প্রশিক্ষণের মেনুতে ১৪৭ ভোগের বরাত, কটাক্ষ সুজনের

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের শিক্ষক-প্রশিক্ষণের মেনুতে চোখ ছানাবড়া শিক্ষকদের। শনিবার এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

এ দিন একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরের কাটিং যুক্ত করে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "শিক্ষা দান ব্যতীত অন্যান্য কাজেই এখন শিক্ষকদের জোর দিতে হয়।

সরকারের নজর এবং পরিকল্পনা সেদিকেই।।

স্বভাবতই শিক্ষক শিক্ষনের চাইতে অন্যান্য ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের নজর। ভোগের জীবন চর্চায় অভ্যস্ত শিক্ষামন্ত্রী যে রাজ্যে দুর্নীতির দায়ে জেলে থাকেন, সেখানে ১৪৭ ভোগের বরাত আর এমনকি!"

নীতীশের সেঞ্চুরিতে ফলোঅন এড়িয়ে কিছুটা স্বস্তিতে ভারত

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.) : নীতীশের সেঞ্চুরিতে ফলোঅন এড়িয়ে চতুর্থ টেস্টের ৩ দিনে ভারত কিছুটা স্বস্তিতে। স্কট বোল্যান্ডের বলটি নীতীশ কুমারের দর্শনীয় শটে মিড অন দিয়ে সীমানা পেরিয়ে যেতেই উল্লাসে ফেটে পড়ল গ্যালারি। দলের মহাবিপদে ৮ নম্বরে নেমে কেরিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকালেন নীতীশ কুমার। এটি তাঁর পঞ্চম টেস্ট। নীতীশের ব্যাটেই মেলবোর্নে ফলোঅন এড়িয়ে লড়াইয়ে ফিরেছে ভারত।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ৪৭৪ রানের জবাবে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের দাপটে ধসে পড়েছিল ভারতের টপ অর্ডার। এরই মাঝে যশস্বী জয়সয়াল আর বিরাট কোহলির ১০৩ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। কিন্তু মাত্র ৮ বলের ব্যবধানে এই দুই ব্যাটার আউট হলে আবার বিপদে পড়ে ভারত। শেষ পর্য্যন্ত ৫ উইকেটে ১৬৪ রান নিয়ে ভারত দ্বিতীয় দিন শেষ করেছিল। শঙ্কা জেগেছিল ফলোঅনের লজ্জার।

শনিবার ৩ দিনে ৮ম উইকেটে ১২৭ রানের দারুণ জুটি গড়েন নীতীশ রেড্ডি আর ওয়াশিংটন সুন্দর। এই জুটিতেই ফলোঅন এড়িয়ে ছুটতে থাকে ভারত। ওয়াশিংটন সুন্দর ১৬২ বলে ৫০ রান করে নাথান লায়নের শিকার হন। তবে ১৭১ বলে ১০টি ৪ এক ছক্কায় কেরিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি ১০৩ রান করে ২১ বছরের পেস বোলিং অল-রাউন্ডার নীতীশ এখনও অপরাজিত আছেন। সঙ্গে আছেন শেষ ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ সিরাজ। দিনের শেষে ভারতের সংগ্রহ ৯ উইকেটে ৩৫৮ রান। এখনো তারা ১১৬ রানে পিছিয়ে আছে ভারত।

ডেঙ্গি প্রতিরোধে বালুরঘাট শহরে নামবে ড্রোন

বালুরঘাট, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : ডেঙ্গি সহ পতঙ্গবাহিত একাধিক রোগ দমনে অভিনব উদ্যোগ নিতে চলেছে বালুরঘাট পুরসভা। ডেঙ্গি প্রতিরোধে শহরে নামবে ড্রোন। ড্রোন ব্যবহার করে জমে থাকা জল চিহ্নিত ও মশানাশক স্প্রে করার সিদ্ধান্ত নিল পুরকর্তৃপক্ষ। চলতি মাসের বোর্ড অফ কাউন্সিলরদের মিটিংয়ে এই পরিকল্পনাতেই সিলমোহর দিয়েছে পুরসভা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ড্রোন উড়িয়ে ডেঙ্গির প্রভাব কমানোর আশা করছে প্রশাসন।

বছরের পর বছর ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে বাড়ি বাড়ি সচেতনতা অভিযান চালানো হলেও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। পুরকর্মীরা শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোথাও জল জমে আছে কি না তা দেখা ছাড়াও একাধিক বিষয়ে তদারকি করতে নামেন। কিন্তু তাদের আক্ষেপ, দ্বিতল অথবা ত্রিতল বাড়ির বাসিন্দারা তাঁদের ছাদে প্রবেশের অনুমতি দিতে কার্যত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে জমে থাকা জল চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এরই মধ্যে অজান্তেই ছাদে জমে থাকা পাত্রে মশার লার্ভা জন্ম নিচ্ছে। কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া এমনই একাধিক অভিযোগে নড়েচড়ে বসেছে পুরসভা। শীঘ্রই ড্রোন কোম্পানি ও এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে এই অত্যাধুনিক কায়দায় পরিষেবা দেওয়ার কাজে নামার পরিকল্পনা শুরু করেছে পুরসভা। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিশেষ ড্রোনের সঙ্গে পতঙ্গনাশক স্প্রে মেশিন যুক্ত করে এই কাজ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

পুরসভার তরফে জানা গিয়েছে, অত্যাধুনিক এই ড্রোন প্রযুক্তি আকাশ থেকে বাড়ির ছাদে জমা জলের উৎসস্থল নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। একইসঙ্গে সেই জায়গায় প্রয়োজনীয় মশানাশক স্প্রে করাও যাবে। এতে সময় যেমন কম লাগবে, তেমনই কোনও ঝঞ্ঝাট ছাড়াই কাজ করা যাবে। পুরসভার এই সিদ্ধান্তে শহরজুড়ে কৌতূহল ও প্রশংসার ঝড় উঠেছে।

শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া তরান্বিত করার দাবিতে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অধিকর্তাকে ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া তরান্বিত করার দাবিতে শনিবার অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করতে আসা চাকরিপ্রার্থীদের আটকে রাখা হল বলে অভিযোগ। চাকরিপ্রার্থীরা অবিলম্বে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানান।

২০২১ সালে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়িচালক এবং পুরুষ ফায়ারম্যান পদে ২৪৫টি শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।এই সিদ্ধান্তক্রমে পরবর্তী সময়ে চাকরি প্রার্থীদের থেকে আবেদন পত্র সংগ্রহ করা হয়। প্রার্থীদের শারীরিক পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়। পরে লিখিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট নিয়োগ প্রক্রিয়ার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে না। অবিলম্বে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে শনিবার চাকরিপ্রার্থীরা অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদানের জন্য জড়ো হন। কিন্তু তাদের ডেপুটেশন প্রদান করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য দাবি জানান চাকরিপ্রার্থীরা।

এদিন এই ডেপোটেশনকে কেন্দ্র করে ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী এলাকায় প্রচুর সংখ্যক চাকরিপ্রার্থীরা জড়ো হয়। এর ফলে এলাকায় যানজটের কিছুটা সমস্যা দেখা দেশ। যদিও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন নীতীশ রেড্ডির ক্রিকেটিং মস্তিষ্ক যেন একই থাকে : গাভাস্কার

মেলবোর্ন, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.) : ভারতীয় অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্ন টেস্টের ৩-য় দিনে একটি বীরত্বপূর্ণ পারফরম্যান্স প্রদান করে ১৭১ বলে অসাধারণ ১০৫ রান করেছেন। তাঁর ইনিংসটি শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণই ছিল না, ছিল ঐতিহাসিকও। কারণ তিনি মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টেস্ট সেঞ্চুরি করা প্রথম ৮ নম্বর ব্যাটার হয়েছেন। ২৮ রানে ঋষভ পান্তের আউট হওয়ার পর ভারত ১৯১/৬-এ ক্রিজে প্রবেশ করে ২১ বছর বয়সী অবিশ্বাস্য সংযম প্রদর্শন করেছিলেন। ক্রিকেট কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার নীতীশের প্রশংসা করে বলেন, এই যুবকের পরিপক্কতা এবং ক্রিকেটীয় দক্ষতা আছে। গাভাস্কার আশা প্রকাশ করেন যে নীতীশ ভারতের ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করতে তাঁর দক্ষতা এবং মানসিক তীক্ষ্ণতা তৈরি করতে থাকবেন।সেই সঙ্গে গাভাস্কার বলেছেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন তার ক্রিকেটিং মস্তিষ্ক যেন সর্বদা এমনই থাকে।

জল সংকট নিয়ে বিগত বাম বোর্ডের ওপরে দায় চাপালেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়িতে পানীয় জল সংকট নিয়ে বিগত বাম বোর্ডের ওপরে দায় চাপালেন মেয়র গৌতম দেব। শনিবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে প্রচুর মানুষ পানীয় জলের সংকট নিয়ে মেয়রকে নালিশ করেন। সেখানেই মেয়র বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ফুলবাড়ির পানীয় জল শোধনাগারের পলি সাফাই করা হয়নি। সেখানে পলি জমতে জমতে জল ধারণের ক্ষমতা কমে গিয়েছে। সেই জন্যই বাধ্য হয়ে একবেলা পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ রেখে পলি তোলার কাজ চলছে।'

এখানেই না থেমে তিনি আরও বলেন, 'আমরা তো পুরবোর্ডে এসেছি মাত্র আড়াই, তিন বছর। আগের বাম বোর্ড এই পুকুরগুলি থেকে পলি সরানোর কোনও উদ্যোগ নেয়নি। যার ফল আমাদের ভুগতে হচ্ছে। তবে, ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা রাখছি।' অন্যদিকে, বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, 'শহরের মানুষকে পানীয় জল সরবরাহ করতে ব্যর্থ পুরবোর্ড এখন দায় এড়াতেই বামেদের দিকে অভিযোগ তুলছে।'

পঞ্চভূতে বিলীন ডঃ মনমোহন সিং, বাবার মুখাগ্নি করলেন মেয়ে

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): চোখের জলে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। মুখাগ্নি করলেন তাঁর মেয়ে, পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন ডঃ মনমোহন সিং। দিল্লির নিগম বোধ ঘাটে হয়েছে শেষকৃত্যানুষ্ঠান। চোখের জলে মনমোহনকে বিদায় জানিয়েছেন অনুরাগীরা।

গত ২৬ ডিসেম্বর দিল্লি এইমস-এ প্রয়াত হন মনমোহন সিং। শনিবার কংগ্রেস সদর দফতরে শায়িত থাকে মনমোহনের মরদেহ। সেখানে মনমোহনের স্ত্রী ও মেয়ে এবং সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী-সহ অনেকেই মনমোহনকে শেষশ্রদ্ধা জানান। এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় নিগম বোধ ঘাটে। মনমোহনকে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ। দেশবাসীকে আলবিদা জানিয়ে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন মনমোহন সিং।

নিউটাউনে হিডকোর জমি বিক্রির নামে প্রতারণা, গ্রেফতার মহিলাকে আদালতে পেশ

বিধাননগর, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.): নিউটাউনে হিডকোর জমি বিক্রির নামে প্রতারণা করার অভিযোগে জয়শ্রী ব্যানার্জি বিশ্বাস নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর গোয়েন্দা শাখা। দমদম এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। জয়শ্রীকে শনিবার বারাসাত আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। তদন্তকারীদের আশা, জয়শ্রীকে হেফাজতে নিয়ে চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও ব্যক্তিদের নাম এবং তথ্য উদ্ঘাটন করা যাবে। পুলিশ জানিয়েছে, জয়শ্রী ভুয়ো জমি দেখিয়ে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করতেন। এই প্রতারণা চক্রের মাধ্যমে হিডকোর সরকারি জমি পাইয়ে দেওয়ার নামে অনেক মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এর আগেও বিধাননগর গোয়েন্দা শাখা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও দু'জনকেগ্রেফতার করেছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জয়শ্রীর নাম উঠে আসে। তদন্তে জানা যায়, তিনি এই চক্রের অন্যতম মাথা এবং বহু ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণায় জড়িত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজস্থানে নীল গরুকে বাঁচাতে গাড়ি উল্টে মৃত দুই, গুরুতর আহত একজন

পালি, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.) : নীল গরুকে বাঁচাতে গিয়ে শুক্রবার রাতে নানা থানার অন্তর্গত দোদনির কাছে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়, যার ফলে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, প্রীতেন সিং (৩২) এবং জিতেন্দ্র সিং (৩০) ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। গুরুতর আহত বিনোদ রাওকে সুমেরপুরের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনজন বন্ধু বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

জানা গেছে , জিতেন্দ্র সিং গাড়ি চালাচ্ছিলেন ,তিনি জালোর জেলা পরিষদে কর্মরত।শুক্রবার রাতে দোদনির কাছে নীল গরুকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে দুইজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত একজনের চিকিৎসা চলছে। ময়নাতদন্ত শেষে দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কচ্ছপের মাংস খেয়ে মৃত প্রৌঢ়, হাসপাতালে ভর্তি পরিবারের ৬ জন

বীরভূম, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দিন দুই আগে কচ্ছপের মাংস ও খিচুড়ি খেয়ে বীরভূমে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন একই পরিবারের ৬ জন। শনিবার মৃত্যু হল তাঁদের একজনের। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আরও কেউ এই মাংস খেয়ে অসুস্থ কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মৃত ব্যক্তির নাম স্বাধীন বাগদি। বয়স ৪৮ বছর। তিনি বীরভূমের কাঁকড়তলা থানার বাসিন্দা। খাদ্যে বিষক্রিয়া-সহ একাধিক শারীরিক সমস্যার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। অসুস্থদের মধ্যে স্বাধীন ও মটরা বাগদির শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের সিউড়ি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে স্বাধীনবাবুর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকলে শুক্রবার রাতে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই শনিবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর।

অসুস্থ বাকিদের দুবরাজপুর, খয়রাশোল, সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুবরাজপুর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন মৃতের স্ত্রী মটরা বাগদি ও আত্মীয় ভুবন বাগদি ও পটা বাগদি। তাছাড়াও স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি আরও তিনজন।

আমবাগানে পুড়িয়ে দেওয়া মহিলার পরিচয় জানা গেল

মালদা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): মালদার চাঁচলে আমবাগানে পুড়িয়ে দেওয়া মহিলার পরিচয় শনিবার জানতে পেরেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলের কিছুটা দূরের জলাশয় থেকে একটি ব্যাগ খুঁজে পায় তদন্তকারীরা। যার মধ্যে আধার আর ভোটার কার্ড ছিল।

শুক্রবার ওই অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। যার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনা চাঁচল থানার মালতীপুর কালীবাড়ি এলাকার। স্থানীয় বাসিন্দারা মহিলার দেহ দেখতে পান। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হলে তারাই এসে দেহ উদ্ধার করে। তখনও ওই মহিলার নাম-ধাম জানতে পারেনি তদন্তকারীরা।

ঘটনাস্থল থেকে আগেই উদ্ধার হয়েছিল রক্তমাখা ছুরি, নাকছাবি, হার ইত্যাদি। এবাত ব্যাগ উদ্ধারের পর নাম-পরিচয় জানতেই পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। পরিবারের সদস্যরা চাঁচল থানায় যায়। এক বৃদ্ধ জানান, মৃতা তাঁরই সন্তান।

পুলিশ সূত্রে খবর, চাঁচল থানার দক্ষিণ শহর এলাকায় মৃতার বাপের বাড়ি। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানা এলাকায় তাঁর বিয়ে হয়েছিল বছর দশেক হতে চলল। বেশ কয়েক বছর আগে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় ওই মহিলার। সন্তানও আছে দু''টি। বাপের বাড়ির লোকজনের দাবি, প্রাক্তন জামাইয়ের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ নেই।

শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া স্টেশন থেকে এই ঘটনায় আবু তাহের নামে একজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তদন্তকারী অফিসাররা প্রাথমিক ভাবে মনে করছে ওই অভিযুক্তর সঙ্গে মৃতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁদের মধ্যে কোনও ঝামেলার থেকেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যদিও সেই ব্যক্তির সঙ্গেও কোনও যোগাযোগ নেই বলেই দাবি করেছে মৃতার বাপের বাড়ি।

পঞ্চায়েত দফতরে ছুটোছুটি নয়, ঘরে বসেই মিলবে বাসিন্দা ও আয় সার্টিফিকেট

নদীয়া, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের জন্য এবার থেকে বাসিন্দা ও আয় সার্টিফিকেট পেতে আর পঞ্চায়েত দফতরে ছুটে যেতে হবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শনিবার থেকে চালু হচ্ছে অনলাইন সার্টিফিকেট পরিষেবা। মোবাইলে পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করে ওটিপি ব্যবহার করেই মিলবে এই সার্টিফিকেট। এতদিন বাসিন্দারা সার্টিফিকেট পেতে স্থানীয় পঞ্চায়েত দফতরে বারবার যেতে বাধ্য হতেন। কর্মরত জনপ্রতিনিধি বা কর্মী উপস্থিত না থাকলে ফিরে আসতে হতো। এতে সময় ও অর্থ দুইয়ের অপচয় হতো। বিশেষত দিনমজুর পরিবারগুলির জন্য এটি ছিল বড় সমস্যা। এই অসুবিধা দূর করতেই রাজ্য সরকার এই অনলাইন পরিষেবা চালু করেছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, পোর্টালে আবেদনকারীর মোবাইল নম্বর দেওয়ার পর ওটিপি যাচাইয়ের মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এর ফলে প্রতারণার সম্ভাবনা রোধ করা যাবে। এলাকাবাসী এই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি। তারা বলছেন, এতে হয়রানি কমবে এবং কাজের সময় নষ্ট হবে না।

এক পঞ্চায়েত প্রধান জানান, এই পরিষেবা চালুর ফলে এলাকাবাসী যেমন সুবিধা পাবেন, তেমনি পঞ্চায়েত কর্মীদের কাজের চাপও কমবে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

তবে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নৃপেন মন্ডল এই পরিষেবার কার্য্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তার বক্তব্য, অনলাইনে সার্টিফিকেট প্রদান দুর্নীতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

এই পরিষেবা সাধারণ মানুষের উপকারে আসে, নাকি দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসে, তা সময়ই বলবে।

বাঁকুড়ায় নারদ মেলা

বাঁকুড়া, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.) : বেকার যুবদের কর্মসংস্থান,শিক্ষা,সমৃদ্ধি ও শান্তির উপাসনা হিসেবে নারদ পুজোর আয়োজন করা হয় বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকায়। বড়দিনের উৎসবে যখন উঠেছে সারা জেলা তখন খেঁড়োশোল ও সংলগ্ন বেশ কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীর নারদ পুজোয় মেতে উঠেছে।প্রতিবছর এই নারদ পুজো ও মেলার আয়োজন করেন গ্রামবাসীরা।এখানে নারদ জয়ন্তীতে নয়,বড়দিন থেকে নারদ পূজা শুরু হয়।এই উৎসব চলে টানা ৪দিন।বুধবার বড়দিনের সকালে মঙ্গলঘট নিয়ে শোভা যাত্রা করে খেঁড়োশোল ও সংলগ্ন গ্রামগুলি পরিক্রমা করে এখানে নারদ পুজো শুরু হয়েছে।এরপর দুপুরে নরনারায়ণ সেবা ও সন্ধ্যেয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে ছিল।বুধবার পুজো ও মেলা শুরুর গত ৩ দিন ধরে গ্রামের মানুষ নারদ পুজোয় মেতে রয়েছেন।শনিবার পর্যন্ত চলবে।

খেঁড়োশোল সর্বজনীন নারদ উৎসব কমিটির সভাপতি গুরুদাস মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রামের বাসিন্দাদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনায় এই নারদ পূজার আয়োজন করা হয়। এবার এই নারদ উৎসবের অষ্টম বর্ষ। সারা গ্রামের মানুষ এই উৎসবে টানা ৪ দিন ধরে আনন্দে মাতেন।খেঁড়োশোল গ্রামে নারদ পুজোয় প্রতিটি বাড়িতে মেয়ে, জামাই ও আত্মীয়স্বজন আসার রীতি রয়েছে।নারদ উৎসবের ৪দিন গ্রামে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।এই উৎসবে অংশ নেয় সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, রতনপুর সহ জেলার আরও কয়েকটি এলাকায় বিভিন্ন সময় নারদ পুজো ও মেলা হয়ে থাকে।

বাঁকুড়ায় বাঘিনী জিনাত ও দলমার হাতির তাণ্ডবে আতঙ্ক

বাঁকুড়া, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল দুই দিক থেকেই আতঙ্কে কাঁপছে। একদিকে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল বাঘিনী জিনাত রানীবাঁধের জঙ্গলে ঘুরছে, অন্যদিকে বড়জোড়ার পাবয়ার জঙ্গলে ৬২ টি হাতির দল তাণ্ডব চালাচ্ছে। জিনাতের আগমনে মুকুটমনিপুরের পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ালেও, খাবারের সন্ধানে তার দাপট আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, হাতির দল ধান ও শীতকালীন ফসল নষ্ট করছে। বন দফতর ও স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। বিরোধীরা হাতি সমস্যার সমাধানে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। স্থানীয় বিধায়ক বন দফতরকে জঙ্গলে খাবার দেওয়া এবং হুলাপার্টি সক্রিয় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন

শিলিগুড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধৃত দুই যুবক

শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম মোহাম্মদ ফয়জার আলী ও আলতাফ আলী। মোহাম্মদ ফিজার আলী রাজগঞ্জের বাসিন্দা এবং আলতাফ আলী ঠাকুরগঞ্জের বাসিন্দা। শনিবার এনজেপি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি আদালতে হাজির করবে এবং পুলিশ রিমান্ড চাইবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এনজেপি থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে কাঁথালবস্তি শ্মশান এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি স্কুটারের পিছনে ধাওয়া করে দুই যুবককে ধরে ফেলে। তল্লাশিকালে তাদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, তিন রাউন্ড কার্তুজ ও একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, তারা দুজনই বড় ধরনের কোনো ঘটনা ঘটাতে বেরিয়েছিলেন। এনজেপি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

বিষ্ণুপুর-তারকেশ্বর রেলপথে বড় গোপালপুর পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল

বাঁকুড়া, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিষ্ণুপুর-তারকেশ্বর রেলপথে বড় গোপালপুর পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানো হলো। ময়নাপুর থেকে বড় গোপীনাথপুর পর্যন্ত ৭.৫২ কিমি রেললাইন পরীক্ষার কাজ শুক্রবার সম্পন্ন হয়েছে।

রেলওয়ে সেফটি বিভাগের এই পরীক্ষা সফল হলে খুব শীঘ্রই ট্রেন চলাচল শুরু হবে। জানা গেছে , ইতিমধ্যে ৩৩টি সেতুর মধ্যে ৩১টি ছোট সেতু নির্মাণ শেষ হয়েছে, এবং ৩ টি বড় সেতুর কাজ ও গার্ডার তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। পয়েন্ট ও ক্রসিং-এর সঙ্গে ট্র্যাকের সংযোগ এবং ব্যালাস্টিং-এর কাজ চলছে। ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের জন্য ভিত্তি নির্মাণ করা হয়েছে। সিগন্যালিং ক্যাবল (ওএফসি) বসানোর কাজও শুরু হতে চলেছে। গোঘাট-ময়নাপুর রুটের সংযোগ হলে রেলপথের গুরুত্ব আরও বাড়বে। বিষ্ণুপুর এবং তারকেশ্বরের মধ্যে সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ বাঁকুড়া এবং হুগলির বাসিন্দাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মহেশতলায় তিন মাস ধরে পানীয় জলের অপচয়, জলকষ্টে পথ অবরোধ

মহেশতলা, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.): মহেশতলা পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের চকমীর বজবজ ট্যাঙ্ক রোডে তিন মাস ধরে পানীয় জলের ব্যাপক অপচয় এবং জলকষ্টে ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সমস্যার মূলে রয়েছে রাস্তার ধারে লাগানো একটি পানীয় জলের কলের চাবি নষ্ট হয়ে যাওয়া। প্রশাসনের নজরদারির অভাবে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যাটি সমাধানহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাই শনিবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। এমনকি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন দীর্ঘ সময় ধরে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, একদিকে পানীয় জলের চরম অভাব, অন্যদিকে কলের চাবি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় জলের অপচয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনো সমাধান মেলেনি। বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা।

প্রতিবাদকারীরা জানান, 'অতিসত্বর জল সরবরাহ পুনরুদ্ধার না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হব।' ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায় এবং বিক্ষোভকারীদের অবরোধ তুলতে বোঝানোর চেষ্টা করে।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই রাজ্যে পানীয় জলের অপচয় রোধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। তবুও প্রশাসনিক নজরদারির অভাবে মহেশতলার মতো এলাকাগুলিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, যা জনজীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তুলছে।

রাজস্থানে কুয়োয় পড়ে ৯৬ ঘন্টা পার শিশুর

জয়পুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : এখনও রাজস্থানে ৭০০ ফুট গভীর কুয়ো থেকে উদ্ধার করা যায়নি তিন বছরের চেতনাকে। পেরিয়ে গিয়েছে ৯৬ ঘণ্টা। রাজ্য ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা উদ্ধারের প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ। শেষ চেষ্টা হিসাবে এবার মাঠে নামলেন দক্ষ খনি-শ্রমিকরা। নিষিদ্ধ 'র‍্যাটহোল মাইনিং' অর্থাৎ ইঁদুর-গর্ত খনন পদ্ধতিতে শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করবেন তাঁরা। রাজ্যের কোটপুতলি জেলার সরুন্ড এলাকায় সোমবার দুপুরে খেলতে খেলতে ৭০০ ফুট গভীর একটি খোলামুখ কুয়োতে পড়ে যায় তিন বছরের চেতনা। কিন্তু কুয়োর মুখ অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় সমস্যায় পড়েন উদ্ধারকারীরা। এরপরেই র‍্যাটহোল মাইনারদের ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আমলার বিরুদ্ধে

● **প্রথম পাতার পর** আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার সহায়তা পেতে কাছে পাম্প অপারেটর সহ তার পরিবারের আর্তনাদ করছেন। অসহায় পাম্প অপারেটর শ্যামল দাস শনিবার সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে শনিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফেসর মানিক সাহাকে উক্ত বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

ঘটনায় ধৃত এক

● **প্রথম পাতার পর**

আসে। এলাকাবাসীর অভিযোগ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দোকানের কর্মচারী নির্মল সূত্রধর ও.টি.জি-র মাধ্যমে গ্রাহকদের মোবাইল ফোন থেকে বিভিন্ন ব্যাক্তিগত এবং আপত্তিকর ছবি সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে সেই ছবি এবং ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইলিং করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে, এলাকার জনৈক পীড়িতার পরিবার ছবি ভাইরালের ঘটনা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ তেলিয়ামুড়া থানার দারস্ত হন। কিন্তু তেলিয়ামুড়া থানা ওসি দায়সারা ভাবে তদন্ত শুরু করেন। থানায় অভিযোগ করার চার থেকে পাঁচ দিন গড়িয়ে গেলেও পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে নি।

শেষ পর্যন্ত শনিবার ওই পীড়িতার পরিবার ও এলাকার একাংশ সুবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন যুবকেরা নিজেদের ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টায় জানতে পারে গোটা ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড স্টুডিও সুপ্রিমের কর্মচারী নির্মল সূত্রধর। অপরাধীকে হাতে নাতে ধরতে এলাকাবাসী একজন কম্পিউটার এক্সপার্ট নিয়ে ওই দোকানে হানা দেয়। স্টুডিও সুপ্রিমের কর্মচারী নির্মল সূত্রধরের কম্পিউটারে তল্লাশি চালিয়ে বহু আপত্তিকর ছবি উদ্ধার করা হয়। এলাকাবাসী তাকে উত্তম মধ্যম দিলে সে এই বিষয়টি স্বীকার করে। তারপর থানায় খবর দেওয়া হয়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত নির্মল সূত্রধর''কে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে, তেলিয়ামুড়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠছে।

অভিষেকের নামে তোলাবাজির অভিযোগ, বিজেপি বিধায়ককে পুলিশি তলব

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে তোলাবাজি কাণ্ডে তদন্তে তৎপর হল কলকাতা পুলিশ। কোচবিহারের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-কে তলব করা হয়েছে। শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ ই-মেলের মাধ্যমে শনিবার তলব করেছে তাঁকে। আগামী ৩ দিনের মধ্যে থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

অভিষেকের নাম করে কালনা পুরসভার চেয়ারম্যানকে হুমকি দিয়ে ৫ লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগে কলকাতার বিধায়ক আবাস (এমএলএ হোস্টেল) থেকে বৃহস্পতিবার তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ওই বিধায়ক আবাসে বিজেপি বিধায়কের ঘর থেকেই ওই তিন প্রতারককে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আবাসে কোচবিহারের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-র ঘরটি তারা বুক করেছিল।

চম্পাহাটিতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, বিস্ফোরণে ঝলসে গেলেন মহিলা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার দুপুরে চম্পাহাটিতে হাঁড়ালের বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে আহত হলেন ৪ জন। গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক মহিলাকে ইতিমধ্যেই কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যদিও এই লেখা পর্যন্ত সেটি সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। বাকিরাও হাসপাতালে ভর্তি।

বাজি ব্যবসায়ী পিন্টু মণ্ডলের বাড়িতেই এই বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানে মজুত থাকা বাজি থেকেই বিস্ফোরণ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গেই আগুন লেগে যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বাড়ি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। বাড়ির মধ্যে ছিলেন গৃহকর্তা পিন্টু মণ্ডল, শুভঙ্করী সর্দার ও ভক্তি সর্দার। তিনজনেই আগুনে ঝলসে গিয়েছেন। হাসপাতালের সূত্রে জানা গিয়েছে, পিন্টু মণ্ডলের শরীরে প্রায় ১০০ শতাংশই পুড়ে গিয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুপুর সওয়া ১২টা নাগাদ গ্রামবাসীরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। প্রথম দিকে বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারুইপুর থানার পুলিশ। গ্রামবাসীদের দাবি, বাড়িতে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার থেকেই আগুন লেগে যায়। বাড়িতে বাজি মজুত থাকায় সম্ভবত বিস্ফোরণ ঘটে।

বাংলাদেশে তিন মাসের বেশি আটক ৮৪ জন মৎস্যজীবী, উদ্বেগে কাকদ্বীপের পরিবার

কাকদ্বীপ, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.) : বাংলাদেশে তিন মাসের বেশি সময় ধরে আটক থাকা ৮৪ জন মৎস্যজীবীর মুক্তি নিয়ে কাকদ্বীপের মৎস্যজীবী পরিবারগুলির মধ্যে তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার সংশোধনাগার থেকে ১২ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে মুক্তি দেওয়া হলেও, শনিবার বাংলাদেশে আটক মৎস্যজীবীদের নিয়ে এখনও কোনো সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তাঁদের পরিবার।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ৭৮ জন মৎস্যজীবী ভারতীয় জলসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করায় বাংলাদেশি নৌবাহিনীর হাতে আটক হন। পরে ১ ডিসেম্বর আরও ১৬ জন মৎস্যজীবী একইভাবে আটক হন। এই নিয়ে মোট ৮৪ জন মৎস্যজীবী এখনোও বাংলাদেশের জেলে বন্দি।

আটক মৎস্যজীবীদের পরিবার জানিয়েছে, গত তিন মাস ধরে তাঁরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মুক্তির জন্য অনুরোধ জানানো হলেও, আশ্বাস ছাড়া কিছুই পাননি। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, প্রশাসনের আশ্বাসই সার, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা কবে ফিরবেন, তা অনিশ্চিত। কাকদ্বীপের এক মৎস্যজীবীর স্ত্রী বলেন, 'প্রতিদিন আতঙ্কে কাটছে। আমাদের পরিবার ভেঙে পড়েছে। আমরা চাই, সরকার দ্রুত আমাদের পরিবারের লোকজনকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক।' এই পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের পরিবারের তরফে প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে।

কিষাণ মোর্চা

● **প্রথম পাতার পর**

করে পুলিশ। এখন পর্যন্ত নয়ডার ১২৫ জন কৃষককে সাত দিন ধরে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী সংযুক্ত কিষান মোর্চা আন্দোলনে নেমেছে। আজ আগরতলার রাজপথেও সংযুক্ত কিষান মোর্চার তরফ থেকে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রত্যাশিদের বিক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর**

অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। তাঁদের দাবি পূরণ করা হলে পরবর্তীতে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিসের ৩২৯টি পদে নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ফিজিক্যাল ও রিটেন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় দুই বছর হয়ে গেল এখনো তার ফলাফল প্রকাশ করছে না দপ্তর। তাদের অভিযোগ গত দুই বছর ধরে নিয়োগের নাম গন্ধ নেই, সেই বিষয়ে জানতে আগরতলা ফায়ার সার্ভিসের দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেছে চাকুরী প্রত্যাশিত যুবককরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা যেন এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন আবেদন জানিয়েছেন।

প্রহ্লাদ যোশী

● **প্রথম পাতার পর**

প্রধানমন্ত্রীর অ্যাক্ট ইষ্ট পলিসির ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল আজ উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সম্প্রতি রাজ্যে অনুষ্ঠিত উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের ৭২ তম প্ল্যানারি সেশনের আয়োজন এবং এর ইতিবাচক দিকগুলির কথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে পর্যটন, কৃষি ও উদ্যান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটছে। এরফলে রাজ্যে মাথা পিছু গড় আয় আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের ৭২তম প্ল্যানারি সেশনে অংশ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের উন্নয়ন সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুবিধাভোগীদের সাথে আন্তরিকতার সাথে সরাসরি কথা বলেন ও তাদের বিষয়ে খোঁজ খবরও নিয়েছেন। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। রাজ্য সফরের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পর্য্যালোচনা সভায় স্বাস্থ্য, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের সচিব সন্দীপ আর রাঠোর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির চিত্র তুলে ধরেন। পর্য্যালোচনা সভায় নগর উন্নয়ন ও জল সম্পদ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায়, মুখ্য বন সংরক্ষক চৈতন্য মূর্তি, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়নের চিত্র সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। পর্য্যালোচনা সভায় খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার রাজ্যের খাদ্যগুদাম সমূহের সংস্কার সহ বিভিন্ন বিষয় সমূহ নিয়ে তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদন তুলে ধরেন। সভায় রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা এবং ভোক্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পুনর্নবীকরণ ও বিকল্প শক্তি দপ্তরের কাজকর্মের সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরেন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। তাছাড়াও কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ এবং সাফল্যের দিক সভায় উপস্থাপন করেন।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 12/29/2024, 12:57 AM

সদর ক্রিকেটে তনুজিতের শতকে ব্লাডমাউথকে হারিয়ে জয় অব্যাহত এন এস আর সি সি-র

এন এস আর সি সি - ৩২৭/৭ ব্লাড মাউথ - ৩২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো নেতাজি সুভাষ রিজিওনাল কোচিং সেন্টার।
মোটকথা, এন এস আর সি সি তে ধরাশায়ী ব্লাড মাউথ কোচিং সেন্টার।
আসরে তৃতীয় জয় পেলো এন এস আর সি সি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট। শনিবার নীপকো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এন এস আর সি সি ২৯৫ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে ব্লাড মাউথ কোচিং সেন্টারকে।
সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এন এস আর সি সি নির্ধারিত ৪০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ৩২৭ রান করে। দলের পক্ষে তনজিৎ সাহার ১১৫ রান মোঃ আরমান মিয়ার ৭৩ রান এবং জয়দেব আচার্য্য ৬৭ রান উল্লেখযোগ্য।
তনুজিৎ ৬৮ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করে। আরমান ৩৪ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৭৩ রান পায়। এছাড়া, দলের পক্ষে জয়দেব আচার্য্য ৭০ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৭ রান পায়।
ব্লাড মাউথের পক্ষে সৌরভ চৌধুরী ৬১ রানের তিনটি উইকেট পেয়েছিল।
জবাবে ব্লাড মাউথ কোচিং সেন্টার ব্যাট করতে নামলে চূড়ান্ত ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এনএস আরসিসি-র বোলারদের দাপটে ব্লাড মাউথ ৩৩.২ ওভার খেলে মাত্র ৩২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।
এনএসআরসির অনিমিত্র দত্ত তিন রানে তিনটি এবং রুনক দাস তিন রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। শতরানের সৌজন্যে তনুজিৎ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে সিকিম জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জাতীয় স্তরের বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে এবছর গ্রুপ লীগে চমৎকার অবস্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। চলতি এই টুর্নামেন্টে এখন মূল পর্বের লক্ষে লড়াই করছে রাজ্যের ক্রিকেটাররা। একের পর এক ম্যাচে প্রতিপক্ষদের ধরাশায়ী করে মূল পূর্বে খেলার প্রতীক্ষায় রয়েছেন এখন রাজ্যের ক্রিকেটাররা। তিন দিনের ম্যাচে গ্রুপ লীগে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থানে থেকে শনিবার নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামে ত্রিপুরা প্রতিপক্ষ সিকিমের বিপক্ষে। আর এই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিতে পারলেই মূল পর্ব নিশ্চিত। কারণ প্রথম ম্যাচ ড্র ছাড়া বাকি সব কটি ম্যাচেই ত্রিপুরা জয়ী। এই অবস্থায় কর্ণাটকের রাভেশ্বর ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ডে শনিবার তিনদিনের ম্যাচে সিকিমের মুখোমুখি হয় রাজ্যের ক্রিকেটাররা। লক্ষ্য একটাই ছিল সহজ জয়ের তকমা নিয়ে মূল পূর্বে খেলা। আর এই লক্ষ্যমাত্রা কে সামনে রেখেই তিন দিনের ম্যাচের প্রথম দিন অনেকটাই চালকের আসনে ত্রিপুরা। সিকিম প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১০০ রানে তাদের প্রথম ইনিংসে লড়াই শেষ করে নিতে বাধ্য হয়। অরুনাগের ৩৭ রান ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য রান নেয় সিকিম ব্যাটসম্যানদের। রাজ্যের বোলারদের মধ্যে মহিন একাই তুলে নেয় চারটি উইকেট। এছাড়া কিষান সরকার পেল তিনটি উইকেট। তবে বল হাতে নিয়ে হতাশ করেনি প্রীতিরাজ গোপ, শুভদীপ পাল ও ওমকার মল্লিক। তারা প্রত্যেকেই নেয় একটি করে উইকেট। সিকিমের প্রথম ইনিংসের লড়াই ১০০ রানে থেমে যাওয়ার পর বড় ব্যবধানে লিড নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ত্রিপুরা ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে একজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ৭৬ রান তুলে লড়াই অব্যাহত রাখে। রাজদীপ দেবনাথ ৩৯ রানে সাজঘরে ফিরে গেলেও দিনের শেষে মৈনাক সাহা ৩১ রানে রয়েছে অপরাজিত। ইনিংসে লিগ নিতে রাজ্য দলের প্রয়োজন আর মাত্র ২৫ রান। আর সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই আগামীকাল রবিবার দ্বিতীয় দিন ব্যাট হাতে নিয়ে মাঠে নামবে ত্রিপুরা।

সাত রানে ব্লাড মাউথকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো মৌচাক কোচিং সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লড়াই করে হারলো বাধারঘাট কোচিং সেন্টার। সাত রানে পরাজিত হলো মৌচাক কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। শনিবার ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মৌচাকের গড়া ১৫৬ রানে জবাবে বাধারঘাট কোচিং সেন্টার ১৫৯ রান করতে সক্ষম হয়।
এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক কোচিং সেন্টার নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান করে।
দলের পক্ষে জয়রাজ ভট্টাচার্য্য ১১৯ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৮, অনুপ দেবনাথ ৩৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ এবং অপাংশু দেব ৪১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ২৫ রান।
বাধারঘাটের পক্ষে দীপ্তনু দাস নয় রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে বাধারঘাট নির্ধারিত ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান করে। দলের পক্ষে অমিতাভ দাশ ১২২ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭২ এবং রোহিত সরকার ৪৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রান করে। মৌচাকের পক্ষে দেবাশীষ সাহা ২৬ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

লো স্কোরিং ম্যাচে কর্নেলকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো প্রগতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরলো প্রগতি প্লে সেন্টার। হারিয়েছে কর্নেল চৌমুহনী ক্রিকেট কোচিং সেন্টার কে ৫২ রানের ব্যবধানে। শুরুতে পরপর দুই ম্যাচে যথাক্রমে এনএসআরসিসি এবং ব্লাড মাউথকে হারানোর পর তৃতীয় ম্যাচে প্রগতি প্লে সেন্টারের কাছে সাত উইকেটে হেরে একটু পিছিয়ে পড়েছিল। আজ, শনিবার জয়ে ফিরেছে কর্নেল চৌমুহনীকে হারিয়ে। সকালে নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রগতি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৬.১ ওভার খেলে ৯০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিলে কর্নেল চৌমুহনী কিছুটা সহজ টার্গেট পেয়েও জয়ের সন্ধান পায়নি। ৩০.১ ওভার খেলে কর্নেল চৌমুহনীর খুদে ক্রিকেটাররা ৩৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে প্রগতি প্লে সেন্টারের শ্রেষ্ঠাংশু দেবের ৪৭ রান এবং আরাধ্য দাসের ১২ রানের পাশাপাশি কর্নেল চৌমুহনী সেন্টারের ইশান দাসের ২১ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে কর্নেল চৌমুহনী কোচিং সেন্টারের অপরাজিত বৈশ্য ১১ রানে ৫টি উইকেট পেয়েছিল। প্রগতি প্লে সেন্টারের নবীন উদ্দিন সাত রানে এবং ঋদ্ধিমান কর নয় রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। ঋদ্ধিমান পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

মেলবোর্ন টেস্টে রানের পাহাড় অজিদের, দিনের শেষে পাঁচ উইকেট খুইয়ে ধুঁকছে ভারত

বক্সিং ডে টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার হাতছানি ছিল। কিন্তু টেস্ট জেতা তো দূর, মেলবোর্নে আপাতত ধুঁকছে টিম ইন্ডিয়া। অজিদের রানের পাহাড় তাড়া করতে নেমে প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছে অর্ধেক ব্যাটিং লাইন আপ। স্কোরবোর্ডে মাত্র ১৬৪ রান। দিনের শেষে ক্রিজে ঋষভ পন্থ এবং রবীন্দ্র জাদেজা। প্রথম ইনিংসে ৩১০ রানে পিছিয়ে ভারত। বক্সিং ডে টেস্টে আপাতত চালকের আসনে প্যাট কামিন্সরা।
প্রথম দিনের শেষে অজিদের স্কোর ছিল ৩১১ রান। ৬ উইকেট পড়ে গেলেও অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যান স্টিভ স্মিথ। মারকুটে ইনিংসে সেঞ্চুরি হাঁকান। শেষ পর্যন্ত ৪৭৪ রানে গিয়ে থামে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় দিন মাত্র দেড় সেশন ব্যাট করে ১৬৩ রান তুলেছেন কামিন্সরা। সেই ধাক্কাতেই বেসামাল টিম ইন্ডিয়া। খারাপ শটে একের পর এক উইকেট ছুড়ে দিয়ে এসেছেন রোহিত শর্মারা।
চলতি বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে মেলবোর্নেই প্রথমবার ওপেন করতে নামেন ভারত অধিনায়ক। ছয় নম্বরে নেমে রান পাচ্ছিলেন না বলে ক্রিকেটবোদ্ধাদের পরামর্শ ছিল, ওপেনে ফিরুন রোহিত। কিন্তু পছন্দের ব্যাটিং অর্ডারে নেমেও রোহিতের প্রাপ্তি সেই ব্যর্থতাই। দ্বিতীয় ওভারে কামিন্সের বলে অযথা আগ্রাসী শট খেলে আউট হলেন ভারত অধিনায়ক। পাঁচ বলে সংগ্রহ মাত্র ৩ রান।
রোহিত আউট হওয়ার পরে ইনিংসের হাল ধরেন যশস্বী জয়সওয়াল এবং কে এল রাহুল। ৪৩ রানের জুটি গড়েন। কিন্তু চাপানের বিরতির ঠিক আগেই আউট হন রাহুল। তৃতীয় সেশনের শুরু থেকে বেশ ভালো ছন্দে ছিলেন বিরাট কোহলি। যশস্বীর সঙ্গে জুটিতে ১০২ রান তোলেন। কিন্তু দিনের শেষে নিজের ভুলেই জঘন্যভাবে রান আউট হন ভারতীয় ওপেনার। খোঁচা দেওয়ার পুরনো রোগে আউট হলেন বিরাটও। ৩৬ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন তিনি। নাইট ওয়াচম্যান আকাশ দীপও ফিরে গিয়েছেন প্যাভিলিয়নে। সবমিলিয়ে, মেলবোর্ন টেস্টে জয়ের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছে ভারতের জন্য। অস্ট্রেলিয়া (প্রথম ইনিংস): ৪৭৪ (স্মিথ ১৪০, লাবুশেন ৭২) ভারত (প্রথম ইনিংস): ১৬৪/৫ (যশস্বী ৮২, বিরাট ৩৬)

ভারতীয় ক্রিকেটারদের হাতে কালো ব্যান্ড

মেলবোর্ন টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় ক্রিকেটারদের কালো আর্মব্যান্ড পরতে দেখা গেল। কেন হঠাৎ আর্মব্যান্ড রোহিত শর্মাদের হাতে? বৃহস্পতিবার রাতে মারা গিয়েছেন মনমোহন সিংহ। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতেই কালো আর্মব্যান্ড পরেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।
২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন। বয়সজনিত নানা অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁকে ভর্তি করানো হয় দিল্লি এমসে। রাত ৮টা নাগাদ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। রাতে হাসপাতালেই প্রয়াত হন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে কোভিডে আক্রান্ত হন তিনি। হাসপাতালে ভর্তিও করানো হয়েছিল। তবে সেই সময়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তার পর থেকে শরীর কমবেশি অসুস্থই ছিল তাঁর।
মনমোহন প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ভারতীয় ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ (২০০৭) এবং এক দিনের বিশ্বকাপ (২০১১) জিতেছিল। তিনি ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

ফিরে দেখা ২০২৪ ক্রীড়া-বিষয়ক

গুয়াহাটি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : চলে গেল আরও একটি বছর, ২০২৪। বিদায়ী এক বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ কয়েকটি ক্রীড়া-বিষয়ক খবর তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...
ভুবনেশ্বর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : আট বছরের বিরতির পর ত্রিপুরা-কন্যা অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকারের জাতীয় জিমন্যাস্টিক অঙ্গনে বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন। ভুবনেশ্বরে আয়োজিত সিনিয়র আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় দিন দীপা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে মহিলাদের প্রতিযোগিতায় অল-রাউন্ডে একটি স্বর্ণ, ভল্টে একটি রৌপ্য এবং আনইভেন বারে আরেকটি রৌপ্য জিতেছেন।
তুরা (মেঘালয়), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে উদ্বোধিত মেঘালয়ের তুরায় অবস্থিত পিএ সাংমা স্টেডিয়ামে পঞ্চম মেঘালয় গেমস। গেমস চলেছে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত।
ডিফু (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙের অন্তর্গত ডিফুর তারালাংসোতে ৫০-তম কারবি যুব উৎসবে অংশগ্রহণ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর।
ইটানগর (অরুণাচল প্রদেশ), ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রোমাঞ্চকর কায়াক ক্রীড়ায় ভারত জুড়ে স্বীকৃতি পেলেন অরুণাচল প্রদেশের প্রথম মহিলা দেবী দাদা।
গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগসিং ঠাকুর, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা প্রমুখ বহু দিগগজ ব্যক্তিত্ব ও অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমী জনতা, মায় ২১৫-এর বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪,৫০০ জন নানা ইভেন্টের খেলোয়াড়ের উপস্থিতিতে এদিন সন্ধ্যা ছয়টায় সরুসজাই প্রকল্পের ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে ''চতুর্থ খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস-২০২৩ অষ্টলক্ষ্মী সংস্করণ''-এর জমকালো উদ্বোধন।
গুয়াহাটি, ১৯ মে (হি.স.) : অনুষ্ঠিত আইপিএল-এর ম্যাচ। আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন-এর বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে তারকাখচিত রাজস্থান রয়্যালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ উপভোগ করেছেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি, সহ-সভাপতি জয় শাহ।
গুয়াহাটি, ২০ মে (হি.স.) : ভারতের ১০ বছরের খরা কাটিয়ে কিয়োরুগিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান টায়কোয়ান্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জয় অসম-কন্যা রুদালি বরুয়ার।
আগরতলা, ২৬ মে (হি.স.) : উজবেকিস্তানের তাসখন্দে এশিয়ান জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এ সোনা জয় ত্রিপুরা-কন্যা দীপা কর্মকারের।
কোকরাঝাড় (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : বর্ণাঢ্য কার্যসূচির মাধ্যমে এদিন কোকরাঝাড়ে অবস্থিত 'স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া' (সাই) স্টেডিয়ামে ভুটানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লোটে সিরিং এবং মিজোরামের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী লালনহিংলোভা মারের হাতে ১৩৩-তম ইন্ডিয়ান অয়েল ডুরান্ড কাপ-২০২৪ কোকরাঝাড় চ্যাপ্টারের উদ্বোধন।
শিলং (মেঘালয়), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূর্ণ তাওয়াং ম্যারাথন প্রমো। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং অরুণাচল প্রদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত তাওয়াং ম্যারাথনে অরুণাচল প্রদেশের সৌন্দর্য্য অনুভব করতে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের দৌড়বিদগণ একত্রিত হয়েছেন।
গুয়াহাটি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্যারিস প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী নাগাল্যান্ডের হোকাতো হোতোজে সেমাকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর।
ইটানগর, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চিনের ম্যাকাওয়ে অনুষ্ঠিত দশম এশিয়ান উশু চ্যাম্পিয়নশিপের

বিলোনিয়া অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট আসরে জয়ী ইংলিশ মিডিয়াম ও বরপাথারী

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগরতলা ছাড়াও বিলোনিয়াতে চলছে এখন ছোটদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত ছোটদের অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সচিব অনুযায়ী শনিবার অনুষ্ঠিত হয় দুটি ম্যাচ। আর এই ম্যাচ দুটিতে একপ্রকার সহজ জয় পেল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও বরপাথারী। এদিন উত্তর বিলোনিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে অংশ নেয় ইংলিশ মিডিয়াম ও সারাসীমা। দুই দলেরই ম্যাচে সারাসীমাকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে ইংলিশ মিডিয়াম। সকালে গভমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিলে প্রথমে বের করার সুযোগ পায় সারাসীমা। ইনিংসে সারাসীমা ৪০ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে তুলে মাত্র ৪০ রান।তাও আবার প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ২৮ রানের সাহায্যে। গভমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দেবাংশু মজুমদার ও মেঘনাথ সাহার ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে সারাসীমার কোন ব্যাটসম্যানের পক্ষেই এক অংকের রানের গণ্ডি অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। জবাবে জয়ের জন্য ৪১ রানের টার্গেট নিয়ে মাত্র একটি উইকেট হারিয়ে ওপেনিং ব্যাটসম্যান দেবাংশু মজুমদারের অপরাজিত ২৩ রানের সাহায্যে ৪২ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয় গভমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। অপরদিকে বরপাথারী কোচিং সেন্টার দিনের অপর ম্যাচে নয় উইকেটে পরাজিত করল প্রতিপক্ষ বি কে আই কে। দুই দলের এই ম্যাচে বিকেআই টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে প্রতিপক্ষদের জয়ের জন্য ১১০ রানের টার্গেট দেয়। পর্নোভাই সিনহার মারমুখী ৪৮ রানের সাহায্যেই ইনিংসে এই রান তুলে বিকেআই। জবাবে নিশ্চিত জয়ের লক্ষ্যে বের করতে নেমে বরপাথারী মাত্র একজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে নেয় প্রয়োজনীয় রান। তবে তাদের এই জয়কে এদিন অনেকটা সহজ করে দেয় বিকেআই এর বোলাররা। বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৫২ রানের সাহায্যেই সহজে জয় পেল বড়পাথারী।

বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে টানা দ্বিতীয় জয় পেলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় স্তরের বিজয় হাজারে ট্রফি সিনিয়র এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পরাজয়ের ট্র্যাডিশন বজায় রাখল ত্রিপুরা। গত ম্যাচে বাংলার কাছে ধরাশায়ী হবার পর অনেকটা ঘুরে দাঁড়াতে এবং দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যমাত্রা কে সামনে রেখে শনিবার মাঠে নামে রাজ্যের ক্রিকেটাররা। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানো তো দূরের কথা উল্টো জঘন্য পরাজয়ের তকমা পেল দল। হায়দ্রাবাদের জিমখানা মাঠে এক দিবসীয় ম্যাচে শনিবার চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নামে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ ছিল মধ্যপ্রদেশ। শক্তির বিচারে ত্রিপুরার তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে থাকা মধ্যপ্রদেশ এদিন আট উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়।
সকালে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১৮৯ রান। মূলত শ্রীদাম পালের ৬২ রান মন্দীপ সিংয়ের ৪৩ রান বিশাল ঘোষের ২১ রান ও এস শরতের ২৬ রানের সাহায্যে ইনিংসে এই রান তুলে ত্রিপুরা। মধ্যপ্রদেশের বোলারদের মধ্যে অরায়ন পান্ডে তিনটি ও ও আবেশ খান দুটি করে উইকেট নেন। জবাবে জয়ের জন্য ১৯০ রানে টার্গেট নিয়ে মধ্যপ্রদেশ ব্যাট করতে নেমে হর্ষ গাওয়ালীর বিধ্বংসী ব্যাটিং এর সাহায্যে সহজে জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। বলা যেতে পারে দুইদলের এই ম্যাচে হর্ষর কাছেই যেন নতজানু হলো ত্রিপুরা। মাত্র ৭৪ টি বল মোকাবেলা করে অপরাজিত ১৪২ রান করে হর্ষ। তার এই মারমুখী রানের মধ্যে চার ছিল ১৩ টি ও ছয় ৮ টি। চলতি এই টুর্নামেন্টে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ত্রিপুরা তাদের পঞ্চম ম্যাচ খেলতে নামবে প্রতিপক্ষ দিল্লির বিপক্ষে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে নতুন সমস্যা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বাকি আর ৫৫ দিন। কিন্তু এখনও তৈরি নয় পাকিস্তানের দু'টি মাঠ। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মাঠের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। করাচি এবং লাহোরের মাঠ তৈরির জন্য আইসিসির থেকে বিরাট অঙ্কের টাকা পেয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু মাঠ এখনও তৈরি করে উঠতে পারেনি তারা।
আট দলের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে। করাচিতে হবে প্রথম ম্যাচ। পাকিস্তান খেলবে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে হাইব্রিড মডেলে। ভারত জানিয়ে দিয়েছে, তারা পাকিস্তানে খেলতে যাবে না। সেই কারণে রোহিত শর্মাদের সব ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। সেই ম্যাচগুলির আয়োজক যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু নিজেদের দেশের মাঠই এখনও তৈরি করে উঠতে পারেনি তারা। পাকিস্তানের করাচি, লাহোর এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ হওয়ার কথা। করাচির এক সাংবাদিক সেখানকার স্টেডিয়ামের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। সেই ভিডিয়োয় দেখা যায় করাচি স্টেডিয়ামের ভিআইপি বক্স নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু তা এখনও তৈরি নয়। স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ চলছে। কিন্তু কাজের গতি খুব মন্থর বলে জানা গিয়েছে। নির্ধারিত সময়ের (৩১ ডিসেম্বর) মধ্যে কাজ শেষ হওয়া কঠিন। একই অবস্থা লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামেরও। সেখানে গ্যালারি তৈরির কাজ চলছে। কিন্তু সেখানেও যে গতিতে কাজ চলছে তাতে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ হওয়া কঠিন। মাঠের ছবি অন্য কথা বললেও বোর্ড প্রধান মোহসিন নাকভি যদিও সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।
এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলবে পাকিস্তান, নিউ জিল্যান্ড, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ এবং ভারত।গ্রুপ পর্বে ভারত খেলবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেই তিনটি ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। একটি সেমিফাইনাল দুবাইয়ে হবে। কারণ ভারত সেমিফাইনালে উঠলেও পাকিস্তানে খেলতে যাবে না। অন্য সেমিফাইনালটি হবে লাহোরে। ফাইনালও সেখানে। যদি ভারত ফাইনালে ওঠে তা হলে ম্যাচটি হবে দুবাইয়ে।

কাম্বলির মস্তিষ্কে সমস্যা, কমেছে স্মৃতিশক্তি, জানালেন চিকিৎসক

বিনোদ কাম্বলির মস্তিষ্কে কিছু সমস্যা রয়েছে। স্মৃতিশক্তি ক্ষয় হয়েছে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারের। এমনটাই দাবি চিকিৎসক বিবেক দ্বিবেদীর। ঠাণের হাসপাতালের ওই চিকিৎসক যদিও জানিয়েছেন, কাম্বলির শারীরিক অবস্থার আগের থেকে উন্নতি হয়েছে।
কিছু দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় কাম্বলিকে। মূত্রনালিতে সংক্রমণ ছিল তাঁর। মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধছিল বলেও জানা গিয়েছিল। বিবেক বলেন, "কাম্বলিকে যখন এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন তাঁর শরীরে পুষ্টির অভাব ছিল। আগামী দিনে তাঁর পুষ্টি প্রয়োজন, সেই সঙ্গে দরকার ফিজিয়োথেরাপি। এই দু'টি দিকে নজর রাখা হচ্ছে। তাঁর স্মৃতিশক্তির ক্ষয় হয়েছে। কাম্বলির মস্তিকে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে তা ঠিক হয়ে যাবে। ১০০ শতাংশ না হলেও ৮০-৯০ শতাংশ স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবেন তিনি।"
কাম্বলির এমআরআই করার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর জ্বর হওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। এমআরআই করা হলে বোঝা যাবে মস্তিষ্কে আরও কোথাও রক্ত জমাট বেঁধেছে কি না। বিবেক বলেন, "মস্তিকে রক্ত জমাট বেঁধেছিল। ওষুধ দিয়েই সেই সমস্যা দূর করা যাবে। কোনও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই। ভাল ভাবে রিহ্যাব করাতে হবে। ফিজিয়োথেরাপি এবং পুষ্টির প্রয়োজন। তা হলেই ঠিক হয়ে যাবেন।"
ভারতীয় দলের হয়ে খেলা কাম্বলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে হারিয়ে যান নিজের দোষেই। তাঁর জীবনযাপনের কারণেই বাদ পড়তে হয়েছিল দল থেকে। মদ্যপান তাঁর জীবনে অনেক ধরনের সমস্যা নিয়ে এসেছিল। সেই কাম্বলি বড়দিনের আগে সমর্থকদের মদ খেতে বারণ করেছিলেন। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "সামনেই বড়দিন, নিউ ইয়ার। জীবনটা উপভোগ করো। কিন্তু সব ভুলে গিয়ে নয়। কিছুটা বাঁচিয়ে রেখো। মজা করতে গিয়ে সব ভুলে যেয়ো না। মাতাল হয়ে যেয়ো না। কারণ মা-বাবা সেটা পছন্দ করবে না।"

জাতীয় ট্রাইথলনের জন্য রাজ্যদলের নির্বাচনী শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উত্তরাখণ্ডে ৩৮ তম জাতীয় গেমস শুরু হবে ২৮ জানুয়ারি থেকে। চলবে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তাতে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা টাইথ্রলন সংস্থা নির্বাচনী শিবিরের ব্যবস্থা করেছে। ৩১ ডিসেম্বর হবে নির্বাচনী শিবির। সকাল সাড়ে পাঁচটায় সুইমিং পুলে অংশ নিতে ইচ্ছুক খেলোয়ারদের রিপোর্ট করার জন্য বলা হয়েছে। রিপোর্ট করতে হবে সঞ্জুর হোসেনের কাছে। রাজ্য সংস্থার সচিব অমীয় কুমার দাস এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন।

এনএসআরসিসি-তে কিও রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রবিবার এন এস আর সি সি -এর যোগা হলে ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'কিও রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতা।রাজ্যের আটটি জেলা থেকে প্রায় তিনশতাধিক ক্যারাটে খেলোয়াড় রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। আয়োজক ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী সকল অফিসিয়াল, প্রশিক্ষক ও প্রতিযোগী প্রতিযোগিনীদেরকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন অর্গানাইসিং সেক্রেটারি সুব্রত মিশ্র চৌধুরী।

নিউজ ব্রডকাস্টার ইউনিয়নের দাবা প্রতিযোগিতা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একদিনের দাবা প্রতিযোগিতা আজ। খেলা হবে ম্যাট্রিক্স চেস আকাডেমিতে। ত্রিপুরা নিউজ ব্রডকাস্টার জার্নালিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে। শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় শুরু হবে প্রতিযোগিতা। তাতে অংশ নিয়েছে ৪২ জন দাবার। বিকেলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন

রাজধানীর কৃষ্ণনগর স্থিত নাইন বুলেটস ক্লাব আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর : আগরতলায় কৃষ্ণনগর স্থিত নাইন বুলেটস ক্লাবের উদ্যোগে আজ এক রক্তদানের আয়োজন করা হয়েছে। ওই শিবিরের উদ্বোধনে করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদান করলে শরীর খারাপ হয় না, বরং ভালো থাকে। এ নিয়ে জনগণকে সচেতন করা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের রক্তদান শিবিরের আরেকটি উদ্দেশ্য হল যারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রক্তদান করতে ইচ্ছুক নয় তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করা। তাই ক্লাবগুলোকে রক্তদানের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও গুরুত্বপূর্ণ আহবান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, সরকার জনগণের উন্নয়নের জন্য সব রকম প্রচেষ্টা করবে।

কিন্তু সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্লাবদের সামাজিক কর্মযজ্ঞে অংশীদার হতে হবে। রক্তদান নিয়ে সচেতনতা গড়তে এবং নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্যের প্রতিটি ক্লাবকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি সকল রক্তদাতা ও রক্ত সংগ্রহ করতে আসা স্বাস্থ্য কর্মী সহ আয়োজকদের ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ত্রিপুরা সফরে আসলেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর : দুইদিনের ত্রিপুরা সফরে আসলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য, গনবন্টন, ভোক্তা বিষয়ক এবং নবিন ও পুনর্নবিকরন শক্তি মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী।আজ আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানালেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

দুদিনের রাজ্য সফরকালে তিনি বেশ কিছু সরকারী কার্য্যসূচীতে অংশ নেবেন।

আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী বিকেলে আগরতলার কাছে নন্দননগরে ভারতীয় খাদ্য নিগমের (এফ সি আই) কার্য্যালয়ে যাবেন।

রক্তাক্ত অবস্থায় অপরিচিত বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় অপরিচিত এক বৃদ্ধ উদ্ধার হয়েছে। সাথে সাথে দমকলবাহিনী তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই বৃদ্ধা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায় নি।

ঘটনার বিবরণে এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা আজ সকালে লিচুবাগান এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় অপরিচিত এক বৃদ্ধকে পড়ে থাকতে দেখতে পেয়েছেন। সাথে সাথে তাঁরা দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন।দমকলকর্মীরা আহত বৃদ্ধকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। তারপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। কিন্তু কিভাবে তিনি আঘাত পেয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাছাড়া, এখনো পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায় নি।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার সরকারি দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে খেলো কবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের উদ্যোগে খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর মাঠে খেলো কবাডি প্রতিযোগিতায় আয়োজিত হয়।

এদিন উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের খোয়াই জেলা সম্পাদক বিজয় গোপ, ত্রিপুরা বক্সিং এসোসিয়েশনের সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী অনুকুল চন্দ্র দাস, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ার পারসন উত্তম অধিকারী, ত্রিপুরা রাজ্যে বজরং দলের সংযোজক টোটন সাহা সহ অন্যান্যরা।এদিন প্রায় ১০টি দল এতে অংশ নেয়।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অন্য গাড়ি

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: গতকাল রাতে শহরে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অপর একটি গাড়ি। অবশ্য তাতে হতাহতের কোন খবর নেই। ঘটনা কর্নেল চৌমুহনী এলাকায়।

রাতের রাজধানী আগরতলা শহরে বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলাচলের ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। তাতে প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। গতকাল মধ্যরাতেও রাজধানীর আগরতলা শহরের কর্নেল চৌমুহন এ এলাকায় রাস্তার পাশে পার্কিং করে রাখা একটি গাড়িতে দ্রুত বেগে এসে অপর একটি গাড়ি ধাক্কা দেয়। তাতে রাস্তার পাশে পার্কিং করে রাখা গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেপরোয়া গতিতে আসা গাড়িটি আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয়রা। ঘটনায় জড়িত দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। তারা মদমত্ত অবস্থায় ছিল।

ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির মালিক জানান, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হলে অভিযুক্তরা নিজেদেরকে শাসকদলের লোকজন বলে দাবি করে পাল্টা হুমকি দিয়েছে। তাতে স্থানীয় জনগণ তীব্র খুব প্রকাশ করেছেন। অন্যায় করার পর অন্যায় ধামাচাপা দেওয়ার জন্য শাসকদলকে ব্যবহার করে করে দলের ঐতিহ্য কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছে তারা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চুরি যাওয়া দুটি বাইক সহ চোরকে আটক করল পূর্ব থানার পুলিশ

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর : চুরি যাওয়া দুটি বাইক সহ চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় বলেন, গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে দুটি বাইক চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলায় পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী নেতৃত্বে একটি দল গঠন করা হয়েছিল। শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছিল। আজ বাইপাস এলাকায় জঙ্গল থেকে চুরি যাওয়া দুটি বাইক উদ্ধার করা হয়েছে।

এইডিপিও আরো জানিয়েছেন, আটককৃতদের নাম সুমন ভট্টাচার্য ও বিশ্বজিৎ সাহা। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই বাইকের হদিস পাওয়া গেছে। আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চুরির সাথে জড়িত অন্যদেরকেও গ্রেফতার করা হবে।

রাজনগর বাইতুল আমান জামে মসজিদ যুব কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: রাজনগর বাইতুল আমান জামে মসজিদ যুব কমিটির উদ্যোগে রোটারেক্ট ক্লাব অবআগরতলা সেন্ট্রালের ও রোটারি ক্লাব অব আগরতলা সিটির পরিচালনায় রাজনগরে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

আজ রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন রাজনগর এলাকায় বাইতুল আমান জামে মসজিদ যুব কমিটির উদ্যোগে এবং রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা সিটির পরিচালনায় এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওসব পত্র বিতরণ করা হয়।

রোটারি ক্লাবের কর্মকর্তারা জানান, সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই তারা এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছেন। তারা সারা বছরই গরিবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ স্বাস্থ্য শিবির সহ নানা সামাজিক কর্মসূচি করে থাকেন বলে জানান। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই রাজনগরে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনেও এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

গোলাঘাটির বিজেপি মন্ডলকে অন্যতম মন্ডল হিসাবে গড়ে তুলতে মাঠে নামলেন নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতি

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: গোলাঘাটি মন্ডলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই সামাজিক কর্মসূচিতে মনোযোগ দিলেন মন্ডল সভাপতি নারায়ন দেবনাথ।

গোলাঘাটির বিজেপি মন্ডলকে রাজ্যের অন্যতম মন্ডল হিসাবে গড়ে তুলতে মাঠে নামলেন নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতি নারায়ন দেবনাথ।

দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির ১০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিজেপির পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচি পালন করছে। তারই অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার সকালে গোলাঘাটি মন্ডলের নবনিযুক্ত সভাপতি নারায়ণ দেবনাথের নেতৃত্বে সিপাহীজলা জেলার উত্তরআংশের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রোগীদের খোঁজখবর নেওয়া সহ ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

এ দিনের এই কর্মসূচিতে নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতি নারায়ন দেবনাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি হরি শংকর ভৌমিক, জনজাতি মোর্চার নেতৃত্বরা। মন্ডল সভাপতি নারায়ন দেবনাথ সহ বিজেপি নেতৃত্বরা দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে প্রথমে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের শারীরিক খোঁজখবর নেওয়া সহ রোগীদের সাথে ফল মিষ্টি বিতরণ করে। এদিন মন্ডল সভাপতি নারায়ণ দেবনাথ হাসপাতাল থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন দলের নীতি ও আদর্শ মেনেই তিনি কাজ করছেন।

রাবার সিট চুরি করতে গিয়ে আটক চোর

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর : আজ রাবার সিট চুরি করতে গিয়ে মেলাঘর লাল মিয়া চৌমুনীর বাসিন্দাদের হাতে আটক এক চোর। এলাকাবাসী মিলে পুলিশে খবর না দিয়ে নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্য চুরি করতে আসা ওই চোরকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেয়।

ঘটনাটি ঘটেছে মেলাঘর লাল মিয়া চৌমুনী সংলগ্ন এলাকায়। ওই এলাকার আলেক মিয়ার বাড়ি থেকে রাবার শীট নিয়ে যাওয়ার পথে ওই যুবককে আটক করে একই এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি। চোরের নাম জসীম উদ্দীন। তাঁর বাড়ি কাকরাবন।

ওই চোরকে চুরি করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অজুহাত দেখিয়ে দেয়। সাথে এও জানায় যে সে নেশা করে।

তাঁর কথাগুলো শুনে উপস্থিত সকলেই আন্দাজ করে যে সে নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্যই রাবার সিটগুলো চুরি করার চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত এলাকাবাসী ওই রাবার চোরের মাথা ন্যাড়া করে একটি গান চালিয়ে তাকে নাচিয়ে ছেড়ে দেয়।

ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে একজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশিরা রাজ্যে প্রবেশ করে নিচ্ছে। আবারো ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে একজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে জিআরপি। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে। ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে প্রবেশ করছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। আজ সকালে বিএসএফ এবং জিআরপি পুলিশের হাতে আটক একজন বাংলাদেশি নাগরিক। তিনি ঢাকার বাসিন্দা ইব্রাহিম সরকার। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, পুলিশের কাছে খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন দিয়ে বহি:রাজ্যে যাবে এক বাংলাদেশী নাগরিক। ওই খবরের ভিত্তিতে জিআরপি আগরতলা রেলস্টেশনে উৎ পেতে বসে থাকে। ওই সময়ই জিআরপি তাকে আটক করে।

বিএসএফের পাশাপাশি সীমান্ত নজরদারিতে পঞ্চায়েত, বসানো হলো সিসি ক্যামেরা

পেট্রাপোল, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.): ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পেট্রাপোল এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে বিএসএফের পাশাপাশি এখন থেকে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে ছয়ঘড়িয়া পঞ্চায়েত। সীমান্ত সুরক্ষায় এই পঞ্চায়েত আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নজরদারি ব্যবস্থা চালু করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে বসানো হয়েছে প্রায় ৫০টি অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা। ছয়ঘড়িয়া পঞ্চায়েতের তরফে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে যশোর রোড, জয়ন্তীপুর বাজার, জামতলা, হরিদাসপুর, ছয়ঘড়িয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলগুলিতে এই ক্যামেরাগুলি স্থাপন করা হয়েছে। শনিবার পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি কার্যকলাপ রোধ করা। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সীমান্ত এলাকায় জঙ্গি কার্যকলাপের কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা জরুরি হয়ে উঠেছিল। এই সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সীমান্তের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে পুলিশ প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত উভয়ই কাজ করবে। ফলে সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলির বাসিন্দারা নিজেদের অনেক বেশি সুরক্ষিত মনে করছেন। স্থানীয় প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগ এলাকাবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে। সচেতন নাগরিকদের মতে, এই ধরনের পদক্ষেপ সীমান্তের সুরক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বিশালগড়ে পৃথক পৃথক তিনটি যান দূর্ঘটনায় আহত মোট সাত

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: শনিবার সকালে বিশালগড় মহকুমায় পৃথক পৃথক তিনটি যান দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মোট সাতজন। বর্তমানে আহতদের বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

প্রসঙ্গত, সচেতনতা অনুষ্ঠান চালিয়ে গেলেও যান দুর্ঘটনা হ্রাসের কোন চিত্র দেখা যাচ্ছে সিপাহীজলা জেলায়। শনিবার সকালেই কয়েক ঘন্টার মধ্যে তিনটি যান দূর্ঘটনায় আহত হয়েছে সাতজন। সাত সকালে বিশালগড় বাইপাস এলাকায় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে একটি অটো। আহত হয় দুই জন। এর পর সংগঠিত হয় আরও দুটি সড়ক দূর্ঘটনা। বিশালগড় ব্রজপুর সড়কে টিআর০১আর৬৯৭২ নম্বরের বাইকের সাথে টিআর০৭জি৯৫০২ নম্বরের আরেকটি বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। এতে আহত হয় ফারুক ইসলাম, সোহেল মিয়া ও অভিষেক দেবনাথ নামের তিন যুবক। পরবর্তীতে দমকলকর্মীরা আহত তিনজনকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় দমকল কর্মীরা। বর্তমানে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে।

ওই দিনই দমকলকর্মীরা ফিরে আসার পথে অপর আরেকটি যান দুর্ঘটনার খবর আসে। ওই যান দুর্ঘটনাটি বিশালগড় বাইপাসে টিআর০১জি৯৮৮৮ নম্বরের বাইক ও টিআর০১এএক্স৬৪০৫ নাম্বারের বাইকের সাথে সংঘর্ষ ঘটে। এতে সুমন মিয়া ও রাকেশ মিয়া গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের দুইজনকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় দমকল কর্মীরা। বর্তমানে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মৃৎশিল্পীর হাতে তৈরি মনমোহন সিংয়ের মাটির প্রতিকৃতি

শান্তিপুর, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.): সদ্যপ্রয়াত ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শান্তিপুর শ্যামবাজার এলাকার মৃৎশিল্পী সৌরাজ বিশ্বাস মাত্র চার ঘণ্টায় তৈরি করলেন তার মাটির প্রতিকৃতি। ১২ ইঞ্চি চওড়া ও ১৮ ইঞ্চি লম্বা এই প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে নির্মিত।

শিল্পী সৌরাজ বিশ্বাস জানান, পোর্টটে তৈরি তার প্রিয় কাজ হলেও বছরের বিভিন্ন সময়ে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, এবং গোপালের মূর্তি নির্মাণের কাজের চাপে তিনি এমন কাজের সময় পান না। বর্তমানে তুলনামূলক কাজের চাপ কম থাকায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই পোর্টটে তৈরির সিদ্ধান্ত নেন।

ডঃ মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণের খবর জানতে পেরেই তিনি কাজে বসেন। সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এই প্রতিকৃতি দুপুর ২টার মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। এখনও কিছু সূক্ষ্ম কাজ বাকি, যা শেষ করতে আরও এক ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। শুকানোর জন্য আরও দুই-এক দিন সময় লাগবে।

শিল্পী জানান, প্রতিকৃতি তৈরির সময় অনেক ছবি পর্যবেক্ষণ করতে হয়, যা এত কম সময়ে সম্ভব ছিল না। তবে তিনি চেষ্টা করেছেন সাধ্যমতো নিখুঁতভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে। প্রতিকৃতিটি তিনি রঙ করবেন না বলে জানান।

বিক্রির বিষয়ে তিনি বলেন, এটি বিক্রির জন্য তৈরি করা হয়নি। তবে কেউ আগ্রহ দেখালে, বিশেষভাবে ভেবে দেখা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, সৌরাজ বিশ্বাস একজন স্বনামধন্য মৃৎশিল্পী। তার তৈরি প্রতিমা সুদূর ব্যাঙ্গালোর থেকে অসম পর্যন্ত পৌঁছায়। থিমের মূর্তি এবং সুউচ্চ দেবদেবীর মূর্তি তৈরিতে তার দক্ষতা সর্বজনবিদিত।

এই পোর্টটে সম্পর্কে তার মন্তব্য, 'কেমন হয়েছে তা বিচার করবেন দর্শকরা। আমি কেবল শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই কাজ করেছি।'

নন্দীগ্রামে সমবায় ভোট বন্ধের নোটিশে উত্তেজনা, টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ

নন্দীগ্রাম, ২৮ ডিসেম্বর(হি.স.): নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের নরসিংহপুর আসদতলা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখ ছিল ২৯ ডিসেম্বর। তবে শনিবার আইনশৃঙ্খলার কারণ দেখিয়ে সমবায় দপ্তরের পক্ষ থেকে নির্বাচনের আগে ভোট বন্ধের নোটিশ জারি করা হয়েছে। এই নোটিশ ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা।

সমবায় সমিতির সামনে এই নোটিশ ঝোলানোর পরই ক্ষুব্ধ ভোটাররা তেরোপেখিয়া-নন্দীগ্রাম রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাদের দাবি, ভোট বন্ধের নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

বিজেপির নন্দীগ্রাম ২ মণ্ডল ৪-এর সভাপতি এই ঘটনার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করে বলেন, 'ভোটে হেরে যাওয়ার ভয়ে তৃণমূলই নির্বাচন বন্ধের আবেদন করেছে।' অপরদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পাল্টা দাবি করা হয়েছে, 'বিজেপির ন্যূনতম সৌজন্যতাবোধ নেই। তারা সবসময় অযথা অভিযোগ তোলে।' উল্লেখ্য, ডিসেম্বর মাসেই নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক হিংসার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। ২৬ ডিসেম্বর এক তৃণমূল কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এর আগে কালীচরণপুরে এক তৃণমূল কর্মীকে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। ভোট বন্ধের নোটিশকে কেন্দ্র করে দুই দলের পাল্টাপাল্টি অভিযোগের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে।

বাঁধ রোডে সেচ দফচরের জমি দখল ও বিক্রি, প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

মালদা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মালিওর বাঁধ রোডের সেচ দফতরের অধীন সরকারি জমি নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, সরকারি জমি থেকে বহুমূল্যবান গাছ কেটে দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে লক্ষাধিক টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। বর্তমানে সেই জমিতে পাকা বাড়ি ও দোকান তৈরি হয়েছে। জমি বিক্রির ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

শনিবার অভিযোগকারী জানান, আব্দুল মাজীদ নামে এক জমি মাফিয়া প্রথমে সরকারি জমির মূল্যবান গাছ কেটে ফেলে এবং সেগুলি পাচার করে। এরপর ওই জমি ভুয়ো কাগজপত্র দেখিয়ে দশ টাকার স্ট্যাম্পে বিক্রি করা হয়। জমি একাধিক হাত বদল হয়ে বর্তমানে দখলদারদের দ্বারা বসবাস এবং ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিজেপি দাবি করেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের মদতে এই জমি দখল ও বিক্রির কাজ হয়েছে। তাদের অভিযোগ, প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া এই ধরনের ঘটনা সম্ভব নয়।

সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করেন আধিকারিকরা : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে টিসিএস আধিকারিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজও করে থাকেন টিসিএস আধিকারিকগণ। আজ দশমীঘাট মুক্তমঞ্চে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দশমীঘাট এলাকাবাসীদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রায়শই সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে। এর আগেও অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগরতলা পুর নিগমের ৭০০ জন সাফাই কর্মচারিদের শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়েছিল। এধরণের সমাজ সেবামূলক কাজ নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণের সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা রূপায়ণে টিসিএস আধিকারিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। আধিকারিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে সাম্প্রতিক বন্যা সহ নানা বিপর্যয় সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনকে গতিশীল ও জনকল্যাণমুখী করে তুলতে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধভাবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে টিসিএস আধিকারিকগণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, মেয়র-ইন- কাউন্সিলর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য এবং ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিলীপ কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম সাহা বলেন, দশমীঘাট এলাকায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৪০০ জনকে আজ শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। সামাজসেবামূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি টিসিএস আধিকারিকগণ সরকারি বিভিন্ন নীতি নির্দেশিকা রূপায়ণেও সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। এদিকে আজ বিকালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৩নং পুর ওয়ার্ডের বাঁশ বাজার এলাকায় আরও একটি শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এলাকাবাসীদের মধ্যে শীতবস্ত্র তুলে দেন।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
12/29/2024, 12:59 AM